বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৩-২০১৪

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৩-২০১৪

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উপদেষ্টা

নুরুল ইসলাম নাহিদ, এম.পি.
মাননীয় মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সম্পাদক

মোঃ সোহরাব হোসাইন
সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সম্পাদনা সহযোগী

মোঃ আমিনুল ইসলাম খান, যুগ্মসচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
স্বপন কুমার নাথ, উপপরিচালক, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি
মোঃ এরফানুল হক, সিনিয়র সহকারী সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মোঃ আখতারউজ-জামান, সিনিয়র সহকারী সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রচ্ছদ

শামসুল আলম

প্রকাশকাল

ডিসেম্বর ২০১৫

প্রকাশক

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

মুদ্রণ

কালার গ্রাফিক

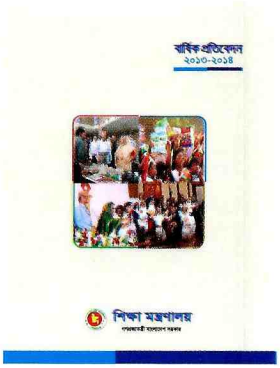

প্রসংগ কথা

নুরুল ইসলাম নাহিদ, এম.পি.
মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০০৯ সাল থেকে দেশের শিক্ষাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত, উন্নত, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। এ ধারা আরও গতিশীল করে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহিদের জীবনদান ও দুই লাখ মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে সমগ্র জাতির মরণপণ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়। শহিদ ও নির্যাতিত মানুষের স্বপ্ন ছিলো স্বাধীন, শোষণমুক্ত, উন্নত বাংলাদেশের। রাষ্ট্রে, সমাজে ও শিক্ষাক্ষেত্রে মহান মুক্তিযুদ্ধের আশা আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

জাতীয় লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলাই আমাদের মুল লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে দল-মত নির্বিশেষে সকল পক্ষের মতামত নিয়ে প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ বাস্তবায়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। আমরা বিশ্বমানের শিক্ষা, জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত দক্ষতায় আলোকিত নতুন প্রজন্মকে আধুনিক বাংলাদেশের নির্মাতা হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। একইসাথে আমরা চাই তারা হবে নৈতিক মূল্যবোধ এবং দেশপ্রেমে উজ্জীবিত, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

অনেক ভুল, ত্রুটি, সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও শিক্ষায় যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। উপবৃত্তি, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক, টিউশন ফি মওকুফ, দরিদ্র পরিবারসমূহকে বিভিন্ন ভাতা প্রদান প্রভৃতি শিক্ষাবান্ধব কর্মসূচি দেশে শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রেখেছে। বর্তমানে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন। গতানুগতিক পদ্ধতিতে বিশ্বায়নের এ যুগে টিকে থাকা সম্ভব নয়। আর তাই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের আধুনিকায়ন করা হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির

ব্যাপক ব্যবহারসহ শ্রেণিকক্ষকেন্দ্রিক শিক্ষা কার্যক্রম আকর্ষণীয় করতে সারাদেশে ২৪ হাজারের অধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি জ্ঞান অনুসন্ধান, নতুন জ্ঞান সৃষ্টি ও গবেষণাকে জোরদার করার উদ্যোগে নেয়া হয়েছে। কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থাকে ব্যাপক ও যুগোপযোগী করা হয়েছে। মাদরাসা শিক্ষায় ধর্মীয় বিষয়সমূহের পাশাপাশি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মতো আধুনিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আমাদের নতুন নতুন উদ্যোগ ও সাফল্যের পাশাপাশি নতুন নতুন সমস্যাও মোকাবেলা করতে হচ্ছে। এসব সমস্যা উন্নয়নের সমস্যা। এ ধরনের সমস্যার উদ্ভব হওয়া স্বাভাবিক। নতুন নতুন সমস্যা সমাধান করে শিক্ষাক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যকে এগিয়ে নিতে আমাদের সকল ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। একইসাথে গ্রহণ করতে হবে সৃজনশীল ও কার্যকর উদ্যোগ।

বরাবরের মতো ২০১৩-২০১৪ মেয়াদে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়িত কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হলো। এ থেকে শিক্ষার উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে জানা যাবে। প্রতিবেদন তৈরির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। শুভ কামনা রইলো শিক্ষা পরিবারের সকলের জন্য।

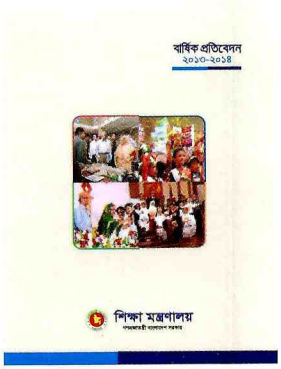

ভূমিকা

মোঃ সোহরাব হোসাইন
সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিক্ষার মানোন্নয়ন, দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টিতে বর্তমান সরকার ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে যুগোপযোগী কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়িত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্ব, আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলেই তা সম্ভব হয়েছে। এর সাথে রয়েছে শিক্ষা পরিবারের অভিভাবক মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সময়োপযোগী নির্দেশনা। শিক্ষার্থী সমতা, শিক্ষার সকল স্তরে ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি, ঝরেপড়া হ্রাস, কারিগরি ও উচ্চশিক্ষাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় অর্জন করেছে আন্তর্জাতিক সম্মান। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের বিবরণ নিয়ে এ-বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হলো।

'রূপকল্প ২০২১' ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যেই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এসব কাজের ভিত্তি হলো 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০'। এর আলোকে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি/সমমান পর্যন্ত শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়েছে। বছরের প্রথম দিনে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, উপবৃত্তি, মেধাবৃত্তি, সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ, মাল্টিমিডিয়া কাসরুম, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার, অনলাইনে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। সাধারণ শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য পাঠ্যপুস্তকের ই-বুক তৈরি করে এন.সি.টি.বি.-র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়ে জাতীয় নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ ছাড়াও শিক্ষা মন্ত্রণালয়াধীন বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

দেশে বিদেশে কর্মসংস্থানের সুবিধা বিবেচনায় সরকার কারিগরি শিক্ষায় বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। কারিগরি শিক্ষার প্রসার ও মানোন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। গঠিত হয়েছে জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো।

২০১৩-২০১৪ সময়পর্বে বাস্তবায়িত কাজের বিবরণ নিয়ে এ-বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। বিস্তৃত কর্মকাণ্ডের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়ই উপস্থাপন করা হলো। এ প্রতিবেদন সম্পাদনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আমার প্রত্যাশা এ-বার্ষিক প্রতিবেদন শিক্ষা বিষয়ে আগ্রহী সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য ও সমাদৃত হবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর মোঃ আবদুল হামিদ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

'একটি জাতিকে গড়ে তুলতে হলে প্রথম সোপান হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। আমরা যদি বাংলাদেশের চির অবহেলিত দারিদ্র্যপীড়িত অসহায় জাতির অর্থনৈতিক মুক্তি ও সার্বিক উন্নয়নের কথা চিন্তা করি তাহলে শিক্ষাই হচ্ছে পূর্বশর্ত।'

-শেখ হাসিনা

সূচিপত্র

- শিক্ষা মন্ত্রণালয় : পরিধি — x
- মন্ত্রণালয়ের অধীন সংযুক্ত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহ — xi
- কারিগরি শিক্ষার প্রসার ও মানোন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ এবং অগ্রগতি — ১৩-১৫
- শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি — ১৬-১৮
- মাদরাসা শিক্ষার মানোন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম ও অগ্রগতি — ১৯-২০
- উপবৃত্তি — ২১-২২
- সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ — ২৩
- বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ — ২৪-২৫
- সাধারণ শিক্ষার মানোন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ ও অগ্রগতি — ২৬-২৯
- উন্নয়ন প্রকল্প, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন — ৩০-৩২
- গবেষণা ও প্রশিক্ষণ — ৩৩-৩৪
- শিক্ষায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন — ৩৫-৩৭
- আলোচনা সভা, কর্মশালা ও সেমিনার — ৩৮-৪১
- আইন, বিধি, আইনের সংশোধনী ও পরিপত্র — ৪২
- প্রকাশনা — ৪৩-৪৪

প্রধান কার্যাবলি

১. জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর সুপারিশ বাস্তবায়ন;

২. মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, কারিগরি, মাদরাসা ও উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাপনা, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন, প্রশাসনিক নীতি প্রণয়ন ও সংস্কার এবং সার্বিক মানোন্নয়ন;

৩. উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও নীতিমালা প্রণয়ন; উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;

৪. প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিনামূল্যে বিতরণ;

৫. বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষা গ্রহণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান।

মন্ত্রণালয়ের অনুবিভাগসমূহ

- প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ
- উন্নয়ন অনুবিভাগ
- কলেজ অনুবিভাগ
- বিশ্ববিদ্যালয় অনুবিভাগ
- কারিগরি ও মাদরাসা অনুবিভাগ
- অডিট ও আইন অনুবিভাগ
- পরিকল্পনা অনুবিভাগ

মন্ত্রণালয়ের অধীন সংযুক্ত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহ

- বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন [University Grants Commission (U.G.C.)]
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর [Directorate of Secondary and Higher Education (D.S.H.E.)]
- জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড [National Curriculum & Text Book Board (N.C.T.B.)]
- জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি [National Academy for Educational Management (N.A.E.M.)]
- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর [Directorate of Technical Education (D.T.E.)]
- শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর [Educational Engineering Department (E.E.D.)]
- বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ [Non-Government Teachers' Registration and Certification Authority (N.T.R.C.A.)]
- মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড [Board of Intermediate and Secondary Education (B.I.S.E.)]
  (ঢাকা, কুমিল্লা, রাজশাহী, যশোর, চট্টগ্রাম, বরিশাল, সিলেট ও দিনাজপুর)
- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড [Bangladesh Technical Education Board (B.T.E.B.)]
- বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড [Bangladesh Madrasa Education Board (B.M.E.B.)]
- বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট [Bangladesh Madrasa Teachers Training Institute (B.M.T.T.I.)]
- পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর [Directorate of Inspection and Audit (D.I.A.)]
- বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো [Bangladesh Bureau of Educational Information & Statistics (B.A.N.B.E.I.S.)]
- বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন [Bangladesh National Commission for UNESCO (B.N.C.U.)]
- জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি [National Academy for Computer Training & Research (N.A.C.T.R.)]
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট [International Mother Language Institute (I.M.L.I.)]
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড [Non-Government Teacher Employee Retirement Benefit Board]
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট [Non-Government Teacher-Employee Welfare Trust]।

লক্ষ্য অর্জনে যেতে হবে বহু দূর...

কারিগরি শিক্ষার প্রসার ও মানোন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ এবং অগ্রগতি

বর্তমান সরকারের লক্ষ্য মানবসম্পদ উন্নয়ন। দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টিতে কারিগরি শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নে সময়োপযোগী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে প্রণীত জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি ও অর্জন নিচে উল্লেখ করা হলো :

- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে ২০১৪ সনের ১৮-২৪ জুন সারাদেশে 'কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৪' উদযাপিত হয়। এ উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসূচি পালন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ উদ্বোধন করেন ।
- কারিগরি শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণের গুণগত মান, শিল্প এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ, যেমন : কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর (D.T.E.), বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (B.T.E.B.), জনশক্তি ও কর্মসংস্থান ব্যুরো (B.M.E.T.)সহ দক্ষতা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল (N.S.D.C.) গঠন করা হয়েছে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের গুণগত মানোন্নয়ন, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনের জন্য জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো (N.T.V.Q.F.) প্রবর্তন করা হয়েছে;
- জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতির আলোকে জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো (N.T.V.Q.F.) বাস্তবায়নের জন্য National Skill Quality Assurance System Manual, Implementation Manual: N.T.V.Q.F., Guideline for Recognition of Prior Learning (R.P.L.), Competency Standards for Different Occupation, Course Accreditation Document প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে;
- জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামোর আওতায় প্রশিক্ষণ ও অ্যাসেসমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দেশের ৪৯টি প্রতিষ্ঠানকে Registered Training Organisation (R.T.O. Including Assessment Center) হিসেবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে অকুপেশনভিত্তিক কম্পিটেন্সি লেভেল অনুযায়ী প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হচ্ছে;
- শিল্প কারখানায় কর্মরত ও স্বনিয়োজিত কর্মী যাদের দক্ষতার স্বীকৃতির সনদ নেই, তাদের সনদ প্রদানের জন্য জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামোর আওতায় শুধু স্বীকৃত অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার হিসেবে দেশব্যাপী ১৩টি প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা, অনুমোদন করেছে;
- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত অ্যাসেসমেন্ট সেন্টারের মাধ্যমে ৭টি অকুপেশনের দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মীদের সনদ প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করছে;
- কম্পিটেন্সি বেইজড ট্রেনিং (C.B.T. & A) বাস্তবায়নে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে N.T.V.Q.F. সেল স্থাপন করা হয়েছে;
- ৪৫টি অকুপেশনের প্রি-ভোক-২ হতে লেভেল-৫ পর্যন্ত ১১৬টি কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড অনুমোদিত হয়েছে;
- শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদের Pedagogy বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য লেভেল-৪ ও লেভেল-৫ পর্যন্ত ১২টি কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড অনুমোদিত হয়েছে;
- ৯টি অকুপেশনের জন্য ১২০টি কম্পিটেন্সি বেইজড লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস এবং আলাদা ওয়েবসাইট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে;
- শিল্পখাতের দক্ষতা উন্নয়ন পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা, দক্ষতা মান ও যোগ্যতা নিরূপণ ও পর্যালোচনায় ১২টি শিল্প সেক্টরের ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কাউন্সিল (ISC) গঠন করা হয়েছে;
- সক্ষমতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও অ্যাসেসমেন্ট- এর জন্য বোর্ড

ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীর অনলাইন-রেজিস্ট্রেশন, ছবিসহ দক্ষ প্রশিক্ষণার্থীর সনদপত্র প্রকাশ এবং N.T.V.Q.F. সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি প্রকাশের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

- বাংলাদেশ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (T.V.E.T.) কার্যক্রমে ছাত্র-ছাত্রীর সমতা অর্জনে জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কৌশলপত্র বাস্তবায়িত হলে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণে নারীদের অংশগ্রহণ আরও বৃদ্ধি পাবে। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন টিভিইটি প্রতিষ্ঠানসমূহে নারী কোটা ১০ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে। ফলে, ২০১৩-২০১৪ বছরে ছাত্রী সংখ্যা ১২৩৬৯ জন বৃদ্ধি পেয়েছে;
- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৮২২৫৮৮ জন। এর মধ্যে নারী শিক্ষার্থী ১৯৪৯২৪ জন, অর্থাৎ, ২৩.৭০%;
- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত ২৭টি কোর্সে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এখন রেজিস্ট্রেশনকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪৮৮৬২৩ জন;
- উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা (B.M.) কলেজসমূহের মধ্যে সরকারি ৩টি ও বেসরকারি ১৬১৫টি প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে ১৮৩৬৯২ জন, এইচ.এস.সি.(ভোকেশনাল) স্তরের সরকারি ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ (টি.এস.সি.)-এ ১৭৬৪৬ জন, দাখিল ভোকেশনাল পর্যায়ের বেসরকারি ২৮১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট ৪৫৬৯ জন, এসএসসি ভোকেশনাল পর্যায়ের সরকারি প্রতিষ্ঠানে ১৪১টি এবং বেসরকারি ২১১৯টি প্রতিষ্ঠানে ২১৬৭৯৫ জন, বেসরকারি ০৭টি (ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স) প্রতিষ্ঠানে ৬৪৩ জন, ডিপ্লোমা পর্যায়ের ১০১৪টি প্রতিষ্ঠানে ২৫৭৯৪৭ জন এবং শর্ট ও অন্যান্য কোর্সের ১৭৫৮ প্রতিষ্ঠানে ১৪১২৯৬ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত রয়েছে।
- কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন স্কিলস এন্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট-এর মাধ্যমে ৩৩টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট(সরকারি ২৫টি, বেসরকারি-০৮টি)কে আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে প্রতিটি ইনস্টিটিউটকে ১(এক) মিলিয়ন ইউএস ডলার ইমপ্লিমেন্টেশন গ্রান্ট প্রদান করা হয়েছে। ৯৩টি(সরকারি ৪৩টি ও বেসরকারি ৫০টি) পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে অধ্যয়নরত ৯৬,৩৪৬ জন মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীকে প্রতিমাসে ৮০০ টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে;
- বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চাকরি বাজারের চাহিদা অনুযায়ী কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের শিক্ষাক্রম যুগোপযোগী করা হয়েছে। বোর্ড পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহে আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন, ইনস্ট্রুমেন্টেশন এন্ড প্রসেস কন্ট্রোল, মেকাট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন, কম্পিউটার সাইন্স এন্ড টেকনোলজি, মাইনিং অ্যান্ড মাইন সার্ভে, ইলেকট্রো-মেডিকেল, গার্মেন্টস ডিজাইন অ্যান্ড প্যাটার্ন মেকিং টেকনোলজি, ডাটা টেলিকমিউনিকেশন এন্ড নেটওয়ার্কিং ইত্যাদি ইমার্জিং ট্রেড ও টেকনোলজি চালু করা হয়েছে;
- কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন স্কিলস এন্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট-এর মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের গ্রান্টপ্রাপ্ত ২৪টি সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ৫৩০ জন এবং স্কিলস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট-এর মাধ্যমে ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজে ২৮৭ জন চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়াও স্কিলস এন্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট-এর মাধ্যমে ২৫টি সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ৫৫০ জন শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া শেষ পর্যায়ে রয়েছে;
- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে আরো আকর্ষণীয় এবং যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ০৩টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ২টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, ৪৯টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও ৬৪ টি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজে ৩২০টি মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ স্থাপন করা হয়েছে। শিক্ষকদের Multimedia Projector-এর সাহায্যে শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এসএসসি (ভোকেশনাল) ও এইচএসসি(ভোকেশনাল) শিক্ষা কার্যক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (I.C.T.) বিষয় আবশ্যিক করা হয়েছে;
- ডিজিটাল বাংলাদেশ ও রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন (a2i) প্রোগ্রামে Trouble Shooting Support প্রদানের জন্য a2i কার্যক্রমের সাথে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ চুক্তির ওপর ভিত্তি করে ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রের প্রয়োজনীয় টেকনিক্যাল সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এ ছাড়াও English in Action প্রকল্পের সহায়তায় ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজে ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে;
- কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণ, ব্যবস্থাপনা, মনিটরিং, মানোন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তদারকি করার লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের ৮টি (ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, কুমিল্লা, সিলেট, রংপুর, বগুড়া ও ময়মনসিংহ) আঞ্চলিক পরিচালকের অফিস নির্মাণ করা হয়েছে;

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহে শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনী স্টল পরিদর্শন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ও সাবেক শিক্ষা সচিব ড. মোহাম্মদ সাদিক

- কারিগরি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং-এ অধ্যয়নের সুযোগ সৃষ্টির জন্য ফরিদপুর, সিলেট ও ময়মনসিংহ জেলায় ৩টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করা হয়েছে এবং বরিশালে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে;
- যুগের চাহিদা ও বিশ্বমানের দিকে লক্ষ্য রেখে ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমের ৩৩ টেকনোলজির ৭ম পর্বের সিলেবাস পরিমার্জন করা হয়েছে। এছাড়াও ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন ফরেস্ট্রি, ডিপ্লোমা ইন ফিসারিজ, ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল টেকনোলজি, এইচএসসি (ভোকেশনাল) ও জাতীয় দক্ষতামান বেসিক (৩৬০ ঘন্টা) শিক্ষাক্রমের বিভিন্ন টেকনোলজি ও ট্রেডের সিলেবাস পরিমার্জন ও যুগোপযোগী করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড-এর মাধ্যমে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, এইচ.এস.সি. (বি.এম.), এস.এস.সি. (ভোকেশনাল) ও দাখিল(ভোকেশনাল) এবং জাতীয় দক্ষতামান বেসিক (৩৬০ ঘন্টা) শিক্ষাক্রমের আওতায় ২০১৪ সনের ৩০ জুন পর্যন্ত মোট ৭০০২টি (সরকারি ২৯৩টি ও বেসরকারি ৬৭০৯টি) প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

- ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্য হলো শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্য বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় ইতোমধ্যে ২০৫০০ প্রতিষ্ঠান (১৩৭০০ স্কুল, ৫২০০ মাদরাসা ও ১৬০০ কলেজ)-এ একটি করে ল্যাপটপ, মডেম, মাল্টিমিডিয়া সরবরাহ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ১জন করে শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

ডিজিটাল লাইব্রেরি

- Raising the Connectivity Capacity in the Higher Education Sector কম্পোনেন্টের আওতায় U.G.C. Digital Library (U.D.L.) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ৭টি e-resource এর নিকট থেকে সেবা গ্রহণ করা হচ্ছে। A.C.M. Digital Library, Emerald 120+Engineering Journals, JStore(জার্নাল স্টোরেজ) থেকে 3000 + e-Journals সাবসক্রিপশন গ্রহণ করা হয়েছে। ৩৪টি সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এ-মেম্বারশিপ অ্যাগ্রিমেন্ট চুক্তিতে স্বাক্ষর এবং e-resource সেবা গ্রহণ করছে। বর্তমানে McGraw-Hill, Pearson, Oxford University Press & Springer এর নিকট থেকে e-book সেবা গ্রহণ করা হচ্ছে;
- ব্যানবেইসে প্রায় ২৫ হাজার বই সমৃদ্ধ লাইব্রেরিকে অটোমেশন প্রক্রিয়ায় ডিজিটাল লাইব্রেরিতে রূপান্তরের কাজ চলমান। Koha-Greenstone Integrated Library Management System -এর মাধ্যমে ১০টি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানকে ব্যানবেইস সার্ভারের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন গ্রন্থাগার অটোমেশন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় গ্রন্থাগারের ১০ হাজার পুস্তকের ডাটা এন্ট্রিসহ অটোমেশন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে;
- ব্যানবেইস ডকুমেন্টেশন সেন্টারকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ই-বুক সেন্টার হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। ফলে, অনলাইনের মাধ্যমে ডকুমেন্টেশন সেন্টারে রক্ষিত ডকুমেন্টগুলো ব্যবহারের সুযোগ তৈরি হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ব্যানবেইসের প্রকাশনাসহ ২৮টি পুস্তকের ই-বুকে রূপান্তরের কাজ সম্পন্ন করে তা ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। বর্তমানে ই-বুকের সংখ্যা পাঁচ শতাধিক;
- শিক্ষকদের স্বল্প সময়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষিত করার লক্ষ্যে ২০০৯ সনে নির্বাচিত ১২৫টি উপজেলায় Establishment of Upazila I.C.T. Training and Resource Centre for Education (U.I.T.R.C.E.) স্থাপন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ১২৫টি উপজেলায় U.I.T.R.C.E. ভবনের নির্মাণ সমাপ্তির পথে। এ প্রকল্পে Digital Multimedia Centre (D.M.C.) স্থাপন এবং ব্যানবেইসের সার্ভার রুমে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন ৮ (আট) টি সার্ভার সংযোজন করা হয়েছে;
- Secondary Education Sector Development Project (S.E.S.D.P.)-এর আওতায় E.M.I.S. Cell কর্তৃক ১৭টি সফটওয়্যার মডিউল প্রস্তুত করা হয়েছে। ফলে শহর থেকে গ্রামের বিদ্যালয় পর্যন্ত অনলাইন সেবার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে;
- সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়বিহীন ৩১৫ উপজেলা সদরে নির্বাচিত বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহকে মডেল স্কুলে রূপান্তর প্রকল্পের মাধ্যমে ১৫০টি বিদ্যালয়ে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে;
- এস.ই.এস.ডি.পি.-এর আওতায় ৩৩টি মডেল মাদরাসায় কম্পিউটার ল্যাবসহ মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে;
- ঢাকা মহানগরীতে ১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৬টি মহাবিদ্যালয় (সরকারি) স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে চালুকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কম্পিউটার ল্যাব ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম শুরু হয়েছে;

মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়নে প্রকল্পের আওতায় ১৫০০ বেসরকারি কলেজে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন কার্যক্রম শুরু হয়েছে;
- শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত ৭০টি সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজের উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে;

কম্পিউটার ল্যাব

- ইস্টাবলিশমেন্ট অব ফরেন ল্যাংগুয়েজ ট্রেনিং সেন্টারস (এফ.এল.টি.সি.-২) প্রকল্পের অধীনে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে রেমিটেন্স আহরণে সরকারকে সহায়তা ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের জন্য বিভিন্ন বিদেশি ভাষায় দক্ষতাসম্পন্ন জনবল তৈরি করাসহ ১৯টি Digital Language Laboratory স্থাপন কার্যক্রম চালু হয়েছে। ইতোমধ্যে ১১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রায় ২০০০ শিক্ষার্থী বিভিন্ন ভাষায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন;

ডিজিটাল ল্যাংগুয়েজ ল্যাবরেটরি

- শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সকল প্রতিষ্ঠানের EIIN (Educational Institution Identification Number) নম্বর প্রদান করা হয়েছে। এখন দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি EIIN নম্বর রয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১৫০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আবেদনের প্রেক্ষিতে EIIN নম্বর প্রদান প্রদান করা হয়;

K.O.I.C.A.-এর সহযোগিতায় Establishment of IT Labs in Selected Secondary Level Institutions in Dhaka প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর ১০০টি প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে।

কোরিয়ান সরকারের আর্থিক সহায়তায় নির্মিত আইটি ল্যাব, ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজে শিক্ষার্থীদের সাথে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

- বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (N.T.R.C.A.) শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা পরিচালনার যাবতীয় কার্যক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। এনটিআরসিএ-র নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ করা হচ্ছে; বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (N.T.R.C.A.)-এর যুগোপযোগী ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছ নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং আগের তুলনায় উত্তীর্ণের হারও বেড়েছে;

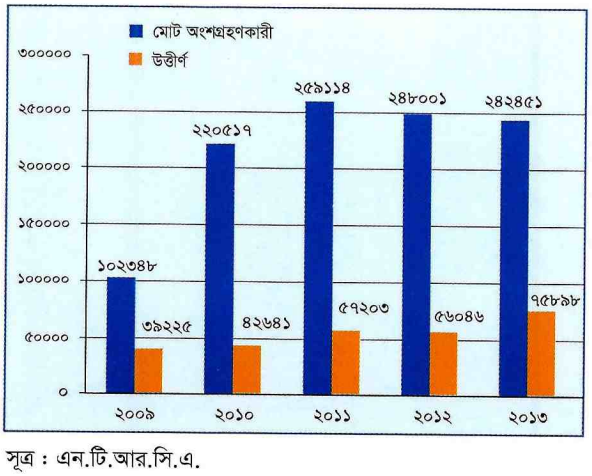

সূত্র : এন.টি.আর.সি.এ.

- শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষাসমূহে প্রার্থীদের আবেদনপত্র পূরণ, ফি জমাকরণ, প্রবেশপত্র গ্রহণ ও প্রেরণসহ সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সরবরাহ Online পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হচ্ছে;
- শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার সকল আবেদনপত্রে Barcode যুক্ত করা হয়েছে এবং নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের Barcode-সম্বলিত সনদ বিতরণ করা হচ্ছে যা নকল ও জালিয়াতি রোধে সহায়ক হচ্ছে;
- উত্তরপত্রের OMR ফরমে Barcode সংযোজন করা হয়েছে যা ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ কাজে সহায়ক হচ্ছে;
- Data Automation-এর মাধ্যমে ভেন্যু তালিকা, Roll Generate ও ছবিসহ স্বাক্ষরলিপি তৈরি করা হচ্ছে;
- দেশের ব্যাপক সংখ্যক নিবন্ধিত শিক্ষক পদপ্রার্থীগণের নিবন্ধন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়োগপ্রাপ্তি সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য এন.টি.আর.সি.এ.-র আইটি সেলে সংরক্ষণের জন্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

মাদরাসা শিক্ষার মানোন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম ও অগ্রগতি

ইসলামি মূল্যবোধ সমুন্নত রেখে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে মাদরাসা শিক্ষাকে মূলধারার শিক্ষার সাথে সমন্বিত করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়ন, যুগোপযোগী করা ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, শিক্ষাক্রম সংস্কার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার, উচ্চশিক্ষার সুযোগ, প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনা সৃষ্টিতে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

- ২০১৩ সনের ১ জুলাই থেকে ২০১৪ সনের জুন পর্যন্ত মাদরাসা শিক্ষার দাখিল পর্যায়ে ২১টিতে পাঠদান, ২৫টির স্বীকৃতি, ৬০টিতে বিজ্ঞান, আলিম পর্যায়ে ৩১টিতে পাঠদান, ০৫টির স্বীকৃতি, ১৬টিতে বিজ্ঞান শাখাসহ ১৪৪টি প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার বিষয় খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে;

- মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে দাখিল স্তরে ৬৫৪৬টি মাদরাসায় ৬৪০৩৫ জন শিক্ষক ও ২৪৮৩৮৪ জন শিক্ষার্থী এবং আলিম স্তরে ২৮০৯টি মাদরাসায় ২০৭৭২ জন শিক্ষক ও ১২৮৩৬৭ জন শিক্ষার্থী নিবন্ধনভুক্ত হয়েছেন;

- সাধারণ শিক্ষার ন্যায় ২০১০ সন হতে ইবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষা চালু করা হয়েছে। একইসাথে ১৫১৯টি স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদরাসার ৪৪৩১জন শিক্ষককে মাসিক ১০০০.০০ (এক হাজার) টাকা হারে অনুদান প্রদান করা হচ্ছে;

২০১৩-১৪ অর্থবছর হতে প্রাথমিক শিক্ষার অনুরূপ মাদরাসায় ইবতেদায়ি (৫ম শ্রেণি) শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় মেধাভিত্তিক বৃত্তি চালু করা হয়েছে।

মাদরাসা শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞান শিক্ষা

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন, ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও মাদরাসা শিক্ষাকে সময়োপযোগী করতে প্রতিটি মাদরাসায় বিজ্ঞান ও কম্পিউটার বিষয় খোলার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে;

এ পর্যন্ত ৩১২১টি মাদরাসায় (সকল স্তরে) কম্পিউটার কোর্স চালু করা হয়েছে এবং ২০১২ সনে প্রণীত শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে কম্পিউটার বিষয়ে পাঠদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ১৭৯৬ ও ৪৫০টি মাদরাসায় দাখিল ও আলিম স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষা কোর্স চালু করা হয়েছে।

- মাদরাসা শিক্ষার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সমুন্নত রেখে সমকালীন জীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মাদরাসা শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য সাধারণ শিক্ষাধারার ন্যায় বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে পাঠদান করা হচ্ছে। এন.সি.টি.বি. প্রণীত ১ম থেকে দশম শ্রেণির উল্লিখিত বিষয়সমূহের সর্বমোট ৫৩টি পাঠ্যপুস্তক মাদরাসা শিক্ষার বৈশিষ্ট্য উপযোগী পরিমার্জন করা হয়েছে;

২৮১টি মাদরাসায় কারিগরি শিক্ষা কোর্স চালু করা হয়েছে। ৩৩টি মাদরাসাকে মডেল মাদরাসা হিসেবে ঘোষণা করে মাদরাসাসমূহে অত্যাধুনিক ভবন নির্মাণ, উন্নতমানের আসবাবপত্র সরবরাহ, কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন, প্রয়োজনীয় উপকরণসহ কম্পিউটার প্রদান এবং উন্নত শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে।

- জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে কওমি মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, শিক্ষাক্রম ও সনদের সরকারি স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য বাংলাদেশ কওমি মাদরাসা শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এ কমিশন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছে;
  - পরিবর্তিত জাতীয় ও বৈশ্বিক পরিস্থিতি এবং সমকালীন জীবনের চাহিদা বিবেচনায় মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের উদ্যোগে ইবতেদায়ি, জুনিয়র দাখিল, দাখিল এবং আলিম স্তরের সকল শ্রেণির ইসলামি ও আরবি বিষয়সমূহের শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও যুগোপযোগী করা হয়েছে। শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইসলামি আখলাক আকিদা ও মূল্যবোধ চর্চা, জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশের ওপর সর্বাধিক গুরুত্বআরোপ করা হয়েছে।

- ইবতেদায়ি (১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি), জুনিয়র দাখিল (৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি) এবং দাখিল স্তরের (নবম ও দশম শ্রেণি) উন্নয়নকৃত শিক্ষাক্রমের আলোকে ইবতেদায়ি স্তরে কুরআন মজিদ ০৫টি, আকাইদ ও ফিকহ ০৫টি, আরবি ০৫টি; জুনিয়র দাখিল স্তরে কুরআন মজিদ ০৩টি, আকাইদ ও ফিকহ ০৩টি আরবি ১ম ও ২য় পত্র ০৬টি এবং দাখিল স্তরে কুরআন মজিদ ০১টি, আকাইদ ও ফিকহ ০১টি, হাদিস শরিফ ০১টি, আরবি ১ম ও ২য় পত্র ০২টি; মোট ৩২টি পাঠ্যবই-এর পাণ্ডুলিপি এন.সি.টি.বি.-র মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে।

মাদরাসা শিক্ষায় বৃত্তি চালুকরণ

- ইবতেদায়ি স্তরে ২০১৩ সনে ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৫ হাজার শিক্ষার্থীকে ট্যালেন্টপুল এবং ১০ হাজার শিক্ষার্থীকে সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে;

- মাদরাসা শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বাধাসমূহ দূরীকরণের লক্ষ্যে মাদরাসা শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি পরিমার্জন এবং সাধারণ শিক্ষার অনুরূপ বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ে সমান নম্বর বরাদ্দ করা হয়েছে;

- ৫২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে মাদরাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;

- মাদরাসা শিক্ষকদের জন্য সাধারণ শিক্ষার বি.এড. ও এম.এড. এর ন্যায় বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (B.M.T.T.I.)-এর মাধ্যমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বি.এম.এড. কোর্স চালু করা হয়েছে। এছাড়া মাদরাসা প্রধানদের জন্য জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম), ব্যানবেইস ও বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (বি.এম.টি.টি.আই.)-এর মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে;

- ADB- এর অর্থায়নে Capacity Development for Madrasa Education প্রকল্পের অধীনে মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নে সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। এছাড়া ADB-এর আর্থিক সহায়তায় নির্বাচিত মাদরাসাসমূহে উন্নতমানের সরঞ্জামাদি সরবরাহ ও কারিগরি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে;

- ১ম শ্রেণি থেকে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত মাদরাসার সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যবই বছরের প্রথম দিনেই বিতরণ করা হচ্ছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ইবতেদায়ি স্তরের ২৫,০৩,০৩২জন শিক্ষার্থীর জন্য ১,৭৯,৬৯,৪২০টি এবং দাখিল ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণির ২১,২৬,৯৯৬জন শিক্ষার্থীর জন্য ৩,০৯,২৯,১৮২টি পাঠ্যপুস্তক এন.সি.টি.বি.-র মাধ্যমে চাররঙে মুদ্রণ করা হয়েছে।

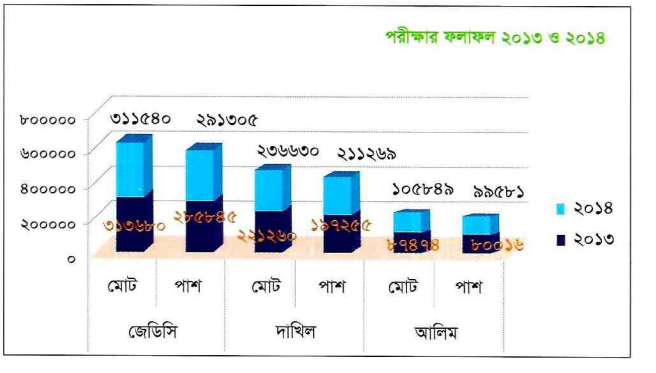

মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা

মাদরাসা শিক্ষার যাবতীয় কার্যক্রম বর্তমানে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। মাদরাসা শিক্ষার গুরুত্ব বিবেচনায় পৃথক মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠায় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সকল শিক্ষার্থীকে ধরে রাখা, ঝরে পড়া কমানো, শিক্ষার গুণগত পরিবর্তন, নারী ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রণোদনাসহ দেশের সাধারণ মানুষকে শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট করতেই সকল স্তরে শিক্ষাবৃত্তি ও উপবৃত্তি চালু করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের ৫টি প্রকল্প ছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষার্থীর হাতে উপবৃত্তির চেক তুলে দেন

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট হতে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রমে ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত করে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ে ১৬১৫টি কলেজ ও ১১৭৮টি মাদরাসাসহ মোট ২৭৯৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১,৬৩,০৭৯ জন (ছাত্র ১৪,৬৭৭জন এবং ছাত্রী ১,৪৮,৪০২ জন) শিক্ষার্থীর মধ্যে ৯১,৬৫,০৩,৯৮০ (একানব্বই কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ তিন হাজার নয়শত আশি) টাকা বিতরণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট-এর যাবতীয় কার্যক্রম অনলাইনে (www.pmedutrust.gov.bd) সম্পাদনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

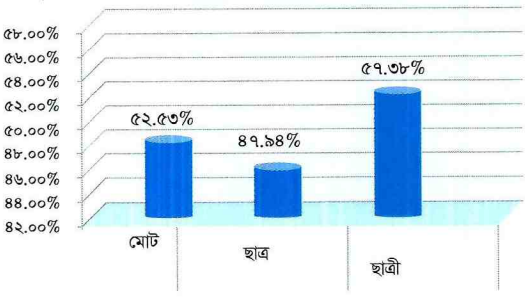

স্কুলগামী শিক্ষার্থীর হার ২০১৩

উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা

- প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এ ২০১১-২০১২ অর্থবছরে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে সিডমানি হিসেবে ১০০০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়, যা ৫টি সরকারি তফসিলি ব্যাংকে এফডিআর করে রাখা আছে;
- উল্লেখ্য, পাঁচটি প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। বিতরণের পরিমাণ ও উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা নিচে সারণিতে উল্লেখ করা হলো :

প্রকল্প	উপজেলা	প্রতিষ্ঠান	বিতরণকৃত অর্থ (লক্ষ টাকায়)		
			ছাত্র	ছাত্রী	মোট
সেকায়েপ	১২৫	৬৫৯৮	৭৮৮৩.৮৮	৯৮৭৫.৭৯	১৭৫৫৯.৬৭
সেসিপ	৫৪	২৯৯৩	৯২৫.৬৭	২৫৯১.৩৩	৩৫১৭.০০
এসইএসপি	৩০৬	১৭১৩২	৪৬৯৯.৪৫	১৭৬৬৮	২২৩৭৮. ৩৪
স্নাতক পাস/সমমান		২৭৯৩	১৪৬৭৭	১৪৮৪০২	৯১৬৫.০৩
উচ্চ মাধ্যমিক উপবৃত্তি প্রকল্প	৪৭৫+ ৪টি মেট্রো এলাকা	৬৬৪১	০	১০৪৯০.০০	১০৪৯০.০০
মোট			১৪১৩৩.৮৪	৪৮৯৭৬.১০	৬৩১১০.০৪

সূত্র: মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর

- ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে স্নাতক(পাস) ও সমমান পর্যায়ের কারিগরি শিক্ষার্থীসহ প্রায় ৩৫.২১ লক্ষ শিক্ষার্থীকে প্রায় ৮৮০.২৭ কোটি টাকা উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। ফলে, শিক্ষার মানোন্নয়নের সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি ও ঝরে পড়া কমেছে।

মাধ্যমিক স্তরে ঝরেপড়া শিক্ষার্থীর হার ২০১৩

বছর	মোট	ছাত্র	ছাত্রী
২০১৩	৪৩.১৮%	৩৪.১৮%	৪৮.৮৯%

তথ্যসূত্র: ব্যানবেইস

- স্নাতক পর্যায়ে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ে উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে ৩০ শতাংশ ছাত্রী এবং ১০ শতাংশ ছাত্র অতি দরিদ্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং এ দরিদ্র ছাত্র -ছাত্রী সকলকে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়। এছাড়া মঙ্গা, আইলা উপদ্রুত এলাকা এবং পার্বত্য অঞ্চলগুলোতে ছাত্র -ছাত্রীদের শতভাগ উপবৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে।

সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ

দেশের প্রান্তিক থেকে জাতীয় পর্যায়ে অনন্য সাধারণ মেধা (Extraordinary Talent) অন্বেষণের লক্ষ্যে এবং মহানগর ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের মধ্যে শিক্ষা বৈষম্য নিরসনে দেশব্যাপী সৃজনশীল মেধা অনুসন্ধানে সরকার সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে 'সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ নীতিমালা ২০১২' প্রণয়ন করা হয়। এর আলোকে উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায় এবং ঢাকা মহানগরী থেকে বাছাইকৃত প্রতিযোগীর মধ্যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সেরা মেধাবী শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করা হয়েছে। বিভাগীয় পর্যায়ে বিজয়ীদের মধ্য থেকে জাতীয় পর্যায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে ২০১৩ ও ২০১৪ সনে সেরা সৃজনশীল মেধাবী হিসেবে ২৪ জনকে নির্বাচিত করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিজয়ী মেধাবীদের প্রত্যেককে সনদ এবং নগদ একলক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান করেন।

সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ ২০১৪ পুরস্কারপ্রাপ্তদের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

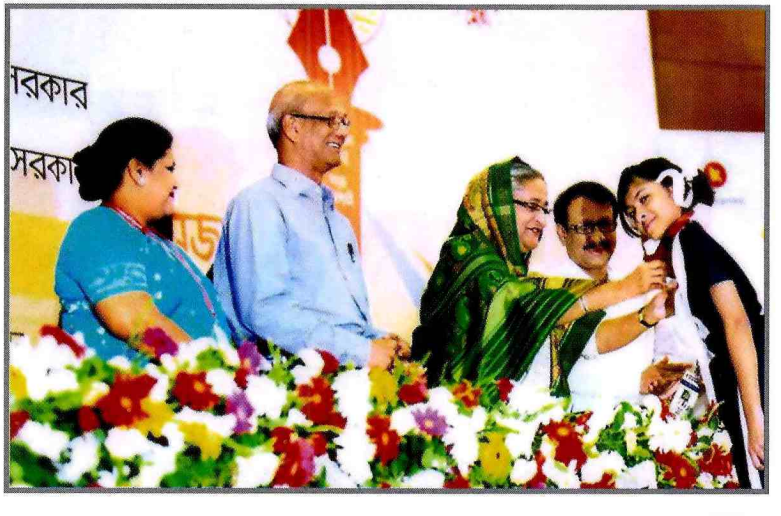

২০১৩ সনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ জাতীয় পর্যায়ের সেরা মেধাবীকে মেডেল ও একলক্ষ টাকার চেক প্রদান করেন।

বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ

নতুন বই হাতে শিক্ষার্থীদের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রাক-প্রাথমিক থেকে নবম-দশম শ্রেণির সকল বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক সংশোধন, পরিমার্জন ও পুনর্লিখন এবং সময়মত শিক্ষার্থীর হাতে পৌঁছে দেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত। ২০১৩ – ২০১৪ অর্থবছরে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রম হলো :

- প্রথমবারের মতো প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষকসহায়িকা এবং শিখনসামগ্রী প্রণয়ন;
- জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে প্রণীত নতুন শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির মোট ১৭০টি পাঠ্যপুস্তক বেসরকারি খাতে অনুমোদন;
- অটিজম, নারী ও শিশুপাচার, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা, জলবায়ু পরিবর্তন, বঙ্গবন্ধুর জীবনী, নৈতিকশিক্ষা ও মূল্যবোধ, নিরাপদ সড়ক, আইসিটি, শিশু নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য, মহাবিশ্ব, প্রাকৃতিক সম্পদ ইত্যাদি বিষয় বিভিন্ন শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্তকরণ;

বছরের প্রথম দিনে পাঠ্যপুস্তক উৎসবে উল্লসিত শিক্ষার্থীদের সাথে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

- ৬ষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা (Life Skill Based Education) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- ২০১৪ সনে বিনামূল্যে বিতরণকৃত বই, শিক্ষার্থীর সংখ্যা নিচে উল্লেখ করা হলো :

শিক্ষাবর্ষ	স্তর	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	সরবরাহকৃত বই
২০১৪	প্রাক প্রাথমিক	৬০,১৬,৫২৯	১,৮০,৪৯,৫৮৮
	প্রাথমিক	২,৩১,৬৯,৩৫১	১১,৬০,১৭,৩৪৭
	মাধ্যমিক	৯৪,৪৫,১৩৬	১৩,৭৫,৭৬,৯০০
	ইবতেদায়ি	২৬,০৪,৯৪২	১,৭৪,৮৮,২৬৭
	দাখিল	২১,১৭,২৪৩	২,৮৬,৮০,৮৬৪
	মোট	৪,৩৩,৫৩,২০১	৩১,৭৮,১২,৯৬৬

তথ্যসূত্র : এন.সি.টি.বি.

শিক্ষাবর্ষ	স্তর	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	সরবরাহকৃত বই
২০১৪	ভোকেশনাল	১,৪৬,৯৪১	৭,৮৪,০০০

তথ্যসূত্র : বা.কা.শি.বো.

সাধারণ শিক্ষার মানোন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ ও অগ্রগতি

টেকসই উন্নয়নের জন্য শিক্ষায় বিনিয়োগ সবচেয়ে কার্যকর। এক্ষেত্রে সরকারের উদ্দেশ্য শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ানো নয়; একইসাথে শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করা। যৌক্তিক বিনিয়োগ এবং বাস্তবতার নিরিখে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে শিক্ষায় যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। সাধারণ শিক্ষার মানোন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমসমূহের কিছু বিবরণ তুলে ধরা হলো :

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারি প্রতিষ্ঠানবিহীন প্রতি উপজেলা সদরে একটি কলেজ ও একটি বিদ্যালয় জাতীয়করণের ঘোষণা দিয়েছেন। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৯-২০১৩ সনের মধ্যে ১৮টি কলেজ ও ৩টি বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে নিম্নলিখিত কলেজ জাতীয়করণ করা হয়েছে;

ক্রম	কলেজের নাম ও ঠিকানা
১	শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব মহিলা কলেজ, টাঙ্গাইল
২	ইবরাহিম খাঁ কলেজ, ভুয়াপুর, টাঙ্গাইল
৩	নগরকান্দা আদর্শ মহাবিদ্যালয়, ফরিদপুর
৪	লোহাগড়া আদর্শ মহাবিদ্যালয়, লোহাগড়া, নড়াইল
৫	চরফ্যাশন কলেজ, চরফ্যাশন, ভোলা

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সরকারিভাবে স্থাপন এবং ০৫টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে;
- এ সময়ে ১৯ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৬,৬৮৯ জন সহকারী গ্রন্থগারিককে এম.পি.ও.ভুক্ত করা হয়েছে;
- ঢাকা, রাজশাহী ও দিনাজপুর বোর্ডের আওতাধীন ৬২৮টি প্রতিষ্ঠানে উচ্চমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠদানের অনুমতি, একাডেমিক স্বীকৃতি, অতিরিক্ত শাখা খোলার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে;
- ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে নতুনভাবে ৪৭টি বেসরকারি কলেজে পাঠদানের অনুমতি, ১৮টি কলেজে একাডেমিক স্বীকৃতি, ২৩৮টি কলেজে ২৮১টি নতুন বিষয় খোলা ও ১৩টি কলেজে ১৫টি নতুন বিভাগ খোলার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে;

নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানানোর জন্য ১৬,৬৬৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল (১৫খণ্ড) বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

- বিজ্ঞান শিক্ষা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ সরবরাহের জন্য জেলা সদরে অবস্থিত নির্বাচিত সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। সরকারি বিদ্যালয়বিহীন ৩১০ উপজেলা সদরে অবস্থিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে;

৩১০ মডেল স্কুল প্রকল্প হতে সরবরাহকৃত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি

- ব্যানবেইসে GPS receiver ব্যবহার করে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের Longitude এবং Latitude value সংযোজনপূর্বক উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে এর সাহায্যে প্রতিষ্ঠানের অবস্থানিক তথ্য National Education Database এ সংযোজন করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সহশিক্ষা কার্যক্রম চালুকরণ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রণালয়ের চাহিত তথ্য অ্যাডুকেশন জিআইএস এর সহায়তা প্রদান করা হয়;

- উত্তম চর্চা (Best Practic)-এর আওতায় এম.পি.ও. সংক্রান্ত আবেদন দাখিল ও নিষ্পত্তি সহজীকরণে ২০১৩ সনের ১ জুলাই হতে প্রাথমিক স্তরে পাইলট ভিত্তিতে রংপুর জোনের বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারীদের এম.পি.ও. কার্যক্রম Online M.P.O. Processing Module ব্যবহার ও অনলাইনে প্রক্রিয়াকরণের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে;

- শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে একাধিক প্রকল্পের আওতায় দেশে বিদেশে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, কৃতিভিত্তিক ব্যবস্থাপনা (Performance Based Management), ধারাবাহিক মূল্যায়ন (Continuous Evaluation), নতুন শিক্ষাক্রম প্রণয়ন, পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তনসহ নানাবিধ উন্নয়ন ও সংস্কারধর্মী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;

- ISAS Ranking-এর ভিত্তিতে দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে (যেমন এ হতে ই ক্যাটাগরি) অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে;

- নিয়মিতভাবে শিক্ষকদের পদোন্নতি একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া। বিসিএস(সাধারণ শিক্ষা) কর্মকর্তাদের নিয়মিত নিয়োগ ও পদায়ন, টাইম স্কেল, সিলেকশন গ্রেড ও পদোন্নতির অংশ হিসেবে ২০১৩ সনের ১ জুলাই থেকে ২০১৩ সনের ৩০জুন পর্যন্ত ৩২ তম বিসিএস-এর মাধ্যমে ৭৪৭জন প্রভাষক নিয়োগ ও পদায়ন করা হয়েছে। বিভিন্ন পদমর্যাদায় ১৬৩২ জনের পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও ২০১৩ সনে ১২৫৭ জন, ২০১৪ সনে ৭০৫ জন সিলেকশন গ্রেড এবং ২০১৪ সনে ২১৪৯ জন শিক্ষক-কর্মকর্তাকে টাইমস্কেল প্রদান করা হয়েছে;

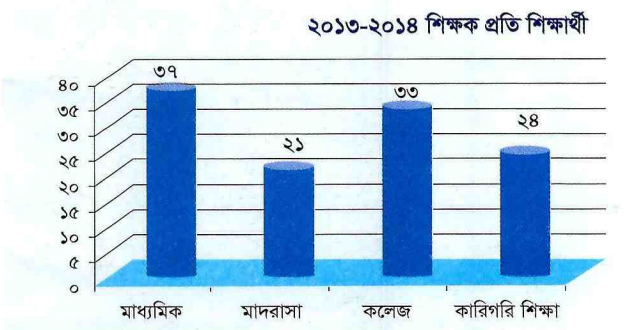

- ২০১৩ সনের জুলাই হতে ২০১৪ সনের ১৩ জুন পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারি কলেজে অধ্যাপকের ১৯টি, সহযোগী অধ্যাপকের ৪১টি, সহকারী অধ্যাপকের ১০৯টি, প্রভাষকের ৩৮৫টি এবং অন্যান্য ১৯২টি পদসহ মোট ৭৪৬টি পদ স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে সৃষ্টি করা হয়;

- এ সময়ে ২১টি কলেজের প্রভাষক হতে অধ্যাপক পদমর্যাদার ৩৭৪টি, প্রদর্শক, গ্রন্থাগারিক, সহকারী গ্রন্থাগারিক, শরীরচর্চা শিক্ষক পদমর্যাদার ১২টি, কর্মচারীর ৩৯টি পদসহ মোট ৪২৫টি অস্থায়ী পদ সৃষ্টি করা হয়। এছাড়াও ১১২টি উপাধ্যক্ষের পদ অধ্যাপক পদ মর্যাদায় উন্নীতকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়;

- ২০১৩-১৪ অর্থবছরের শুরু থেকেই শিক্ষক ও কর্মচারীদের মহার্ঘ্য ভাতা এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকরি ২য় শ্রেণিতে উন্নীত করা হয়েছে;

- ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বিসিএস(সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার কর্মকর্তাদের ৭৬ টি পেনশন নিষ্পত্তি করা হয়েছে;

- Secondary Education Quality & Access Enhancement Project (S.E.Q.A.E.P.)-এর আওতায় ২০১৩ সনে ১২৫টি উপজেলার ৪০২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে ৫,২১,৪১০টি অতিরিক্ত ক্লাস নেওয়া হয়েছে এবং বিজ্ঞান বিষয়ও এ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলে, শিক্ষার্থীদের সার্বিক ফলাফলে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে;

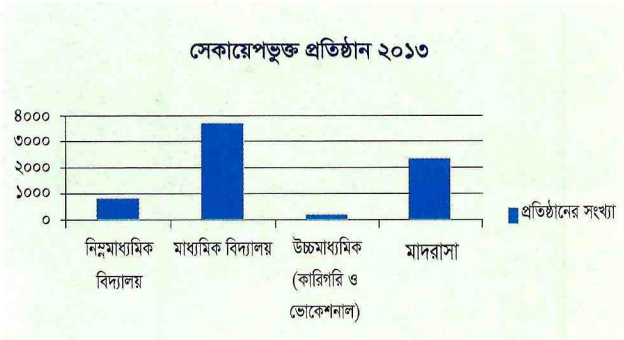

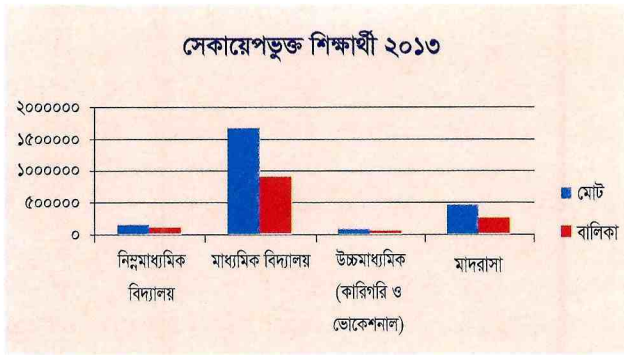

- সেকায়েপ প্রকল্পের কার্যক্রম ২১৫টি উপজেলায় সম্প্রসারিত হয়েছে এবং এসএসসি পরীক্ষায় ফলাফলের ভিত্তিতে ৩২৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৬১,৩৭৩ জন শিক্ষার্থীকে ইনসেনটিভ অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে। এ ধরনের সৃজনশীল উদ্যোগের ফলে শিক্ষার্থীদের ফলাফলে এর প্রভাব লক্ষণীয় :

ফলাফল ২০১৩

পরীক্ষা	অবতীর্ণ শিক্ষার্থী		উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী		পাসের হার	
	মোট	ছাত্রী	মোট	ছাত্রী	মোট	ছাত্রী
এসএসসি	৯৯২৩১৩	৫০২৪১১	৮৮৫৮৯১	৪৪৫৬০৭	৮৯.২৮	৮৮.৬৯
এইচএসসি	৮১৪৪৬৯	৪০২৫৫৬	৫৯৯২৯৭	২৮৮৩৯৭	৭১.১৩	৭১.৬৪

ফলাফল ২০১৪

পরীক্ষা	অবতীর্ণ শিক্ষার্থী		উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী		পাসের হার	
	মোট	ছাত্রী	মোট	ছাত্রী	মোট	ছাত্রী
এসএসসি	১০৮৭৮৭০	৫৫১৯৭২	১০০৮১৭৪	৫০৮৪৯৭	৯২.৬৭	৯২.১২
এইচএসসি	৯১৪৬০৩	৪৫২১২৯	৬৯২৬৯০	৩৪৬৭০৮	৭৫.৭৪	৭৬.৬৮

সূত্র : ব্যানবেইস

- শিক্ষার্থীদের পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৬,৬৮০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে;

সেকায়েপ প্রকল্প আয়োজিত পাঠাভ্যাস কর্মসূচি

সেকায়েপ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সুপেয় পানীয় জল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০০টি টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়েছে।

- Teaching Quality Improvement II (T.Q.I.-II) in Secondary Education Project এর মাধ্যমে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গতিশীল, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, একীভূত শিক্ষার প্রসার ও মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের মান্নোয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে;

- ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর-এর উদ্যোগে ১৬৮৫টি বিভিন্ন ধরনের (স্কুল, কলেজ, মাদরাসা) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও নিরীক্ষা করা হয়েছে;

- বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-কর্মচারী কর্তৃক বিধিবহির্ভূতভাবে সরকারি অর্থ গ্রহণের প্রবণতা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। অধিদপ্তরের প্রত্যক্ষ তদারকির কারণে বর্তমানে বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে জনবল-কাঠামো বহির্ভূত শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ প্রায় শূন্যে নেমে এসেছে। এক্ষেত্রে দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে;

- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোচিং বাণিজ্য, ভর্তি বাণিজ্য এবং পরীক্ষার ফিসহ আনুষংগিক অতিরিক্ত অর্থ আদায় বন্ধ করতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;

- স্কুল, কলেজ ও মাদরাসাসমূহ পরিদর্শন ও নিরীক্ষা করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা ও তাদের চিন্তা-চেতনায়. দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ, ন্যায়বোধ, অসাম্প্রদায়িক-চেতনাবোধ, কর্তব্যবোধ, মানবাধিকার সচেতনতা, মুক্তবুদ্ধির চর্চা, শৃংখলা, সৎ জীবনযাপনের মানসিকতা, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায়ী হতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে;

- ইভটিজিং প্রতিরোধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়, শিক্ষার্থীদের নৈতিক, ধর্মীয় এবং সামাজিক মূল্যবোধসহ অসাম্প্রদায়িক চেতনা সৃষ্টিতে প্রণোদিত করা হয়;

- ব্যানবেইস প্রতিবছর দেশব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (প্রাক-প্রাথমিক) জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। প্রাক-প্রাথমিক স্তরের ৩৫,৩৬০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জরিপে অংশগ্রহণ করেছে। প্রথমবারের মত সারাদেশে অনলাইনে এ জরিপ পরিচালিত হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য ক্লিনিং ও চেকিং এর পর প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে;

- শিক্ষার গুণগতমান যাচাইয়ের জন্য শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ সমীক্ষা ২০১৪ উপলক্ষে প্রশ্নমালা তৈরির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউট অব অ্যাডুকেশন রিসার্চ, এন.সি.টি.বি. ও সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ থেকে বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন, খসড়া প্রশ্নমালা প্রস্তুত ও ফিল্ড টেস্ট সম্পন্ন করা হয়েছে;

- Secondary Education Quality and Access Enhancement Project মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার মান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। ব্যানবেইস কর্তৃক এ প্রকল্পের আওতায় ১২৫টি উপজেলার ৬৯০৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জরিপ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

- এডিবির আর্থিক সহায়তায় টিকিউআই-সেপ প্রকল্প শিক্ষকদের মানোন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে দ্বিবার্ষিক জাতীয় শিক্ষক জরিপ পরিচালনা করছে ব্যানবেইস। এর আওতায় মাধ্যমিক স্তরের প্রায় ৩১৫০০০ জন শিক্ষকের তথ্য প্রক্রিয়াজাত করা হয়েছে।

অবসর সুবিধার চেক প্রদান করেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

বেসরকারি শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা

- বেসরকারি (এমপিওভুক্ত) শিক্ষক-কর্মচারীগণ তাঁদের বয়স ৬০ বছর অথবা চাকরিকাল ২৫ বছর পূর্ণ হলে অবসর প্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জন করেন। বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসর সুবিধা প্রাপ্তি সহজ করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনলাইন ব্যবস্থাপনা উদ্বোধন করেন। বিশেষত, মুক্তিযোদ্ধা, হজ্বগামী, অসুস্থ ও মৃত শিক্ষক কর্মচারীদের অগ্রাধিকার বিবেচনায় এখন অবসর সুবিধা ভাতা প্রদান করা হচ্ছে;
- কলেজ, স্কুল ও মাদরাসা পর্যায়ের ১১,২১৩(এগার হাজার দুইশত তের) জন শিক্ষক ও কর্মচারীদের সর্বমোট ২৬৩,৯২,২৩,০৬২.০০(দুইশত তিষট্টি কোটি বিরানব্বই লক্ষ তেইশ হাজার বাষট্টি) টাকার চেক প্রদান করা হয়েছে;
- ২০১৪ সনের ১৯ মে অবসর সুবিধা বোর্ডের পক্ষ থেকে ২০১৪ সনের হজ্বযাত্রী অবসরপ্রাপ্ত বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারীদের অবসর সুবিধার চেক প্রদান করা হয়;

বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ভাতা

- বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে ২০১৩-১৪ অর্থ বৎসরে ৮০৬৫ জন শিক্ষক কর্মচারীকে ১৪৩ কোটি ৪ লক্ষ ১০ হাজার ৬৮১ টাকা প্রদান করা হয়। হজ্ব গমনেচ্ছু ১১৫৩ জন শিক্ষক কর্মচারীকে প্রদান করা হয় ২৭,৬১,৯৪,৮৩৪.০০ (সাতাশ কোটি একষট্টি লক্ষ চুরানব্বই হাজার আটশত চৌত্রিশ) টাকা, অবসরপ্রাপ্ত ৪২৪ জন মুক্তিযোদ্ধা শিক্ষক-কর্মচারীকে প্রদান করা হয় ৮,৬৫,৮৮,০৪২.০০ টাকা এবং অসুস্থ, প্রয়াত ও কন্যাদায়গ্রস্ত ১৩৮১ জন শিক্ষক কর্মচারীকে কল্যাণ ভাতা প্রদান করা হয় ২৭,৩৪,৬১, ০৫৪.০০ (সাতাশ কোটি চৌত্রিশ লক্ষ একষট্টি হাজার চুয়ান্ন) টাকা।

উন্নয়ন প্রকল্প, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন

- ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেটে বর্তমান সরকার শিক্ষা খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। এ অর্থবছরে বাজেটে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে রাজস্ব খাতে ৭৩৫৮২৯.৮২ লক্ষ টাকা এবং উন্নয়ন খাতে ১২৮৪৫০.০০ লক্ষ টাকা সর্বমোট ৮৬৪২৭৯.৮২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মোট ৮৫টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান ছিল। এর মধ্যে ৬৬টি বিনিয়োগ প্রকল্প ও ১৯টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। এসব প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৩১৪৮.১৬ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল; এর মধ্যে ৩০৪০.৬৯ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ব্যয়ের হার ৯৬.৬৫ শতাংশ;

- উচ্চশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি ও মানোন্নয়নে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে ৭০৮.৮৩ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৩২টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক ভবন, প্রশাসনিক ভবন, আবাসিক হল নির্মাণ এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে;

- উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্প (H.E.Q.E.P.)-এর বাস্তবায়ন বিশ্বব্যাংকের সূচকে সন্তোষজনক পর্যায়ে উপনীত হওয়ায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে প্রকল্পের মেয়াদ ২০১৩ থেকে ২০১৮-তে বৃদ্ধি এবং অতিরিক্ত প্রকল্প সাহায্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ফলে, প্রকল্পের ব্যয় ৬৮১.০০ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০৫৪.৩২ কোটি টাকায় উন্নীত হয়। প্রকল্প ব্যয়ের ৮৭ শতাংশ বহন করবে বিশ্বব্যাংক;

- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তিসহ ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ছিল ২৬১৯৯.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয় ২৫৫৫৫.০৫ লক্ষ টাকা। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ৯৭.৫২ শতাংশ লক্ষমাত্রা অর্জিত হয়।

প্রকল্পের কম্পোনেন্টভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ

- 'উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্প' (H.E.Q.E.P.)-এর ৩টি প্যাকেজের আওতায় দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি একক জাতীয় নেটওয়ার্কের আওতায় এনে বাংলাদেশ রিসার্চ এন্ড অ্যাডুকেশন নেটওয়ার্ক (Bd.R.E.N.) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ৩৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও ১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টারনেট নোড এবং ইউজিসি ভবনে মূল ইন্টারনেট গেটওয়ে স্থাপন, ৩১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩২টি ভার্চুয়াল ক্লাসরুম স্থাপন, বিডিআরএন ব্যাকবোন ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক নির্মাণের জন্য ২৮টি ট্রান্সমিশন নোড স্থাপন (১০টি পিজিসিবি সাবস্টেশনে এবং ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে), ইউজিসি ভবনে ডাটা সেন্টার এবং বুয়েটে ব্যাকআপ ডাটা সেন্টার স্থাপন, সমন্বিত কমিউনিকেশন সিস্টেম (ভয়েস, ইমেইল)-এর জন্য কোরিয়ার স্যামসাং এস.ডি.এস. কো. লি. এর সাথে ২০১৩ সনের ২১ নভেম্বর প্রায় ১৭৭ কোটি টাকার বৈদেশিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে;

- বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ভবনে বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন স্থাপনের কাজ সম্পন্ন এবং সরবরাহকারী কর্তৃক জেনারেটর আমদানির ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে;

- ২৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভার্চুয়াল শ্রেণিকক্ষের অভ্যন্তরীণ পূর্ত ও সজ্জিতকরণ সম্পন্ন হয়েছে;
- বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ক্লাসরুম, কনফারেন্স রুম, লেকচার গ্যালারি অত্যাধুনিক শিক্ষা উপকরণ, যেমন মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, অডিওভিজুয়্যাল সামগ্রী দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছে;
- ল্যাবরেটরিসমূহে উচ্চগতি সম্পন্ন ইন্টারনেট সংযোজিত হয়েছে।

- শিক্ষা ও গবেষণার প্রয়োজনে ল্যাবরেটরিসমূহ অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়েছে;

- সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের জন্য একাডেমিক ইনোভেশন ফান্ডের মাধ্যমে ইতোপূর্বে ৩টি রাউন্ডে উপ-প্রকল্প আহবান করা হয়েছে। প্রথম রাউন্ডে ২৫টি সরকারি এবং ২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়-এর ৯১টি উপ-প্রকল্প, দ্বিতীয় রাউন্ডে ২৫টি সরকারি এবং ২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়-এর ১০৬টি উপ-প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হয়েছে, তৃতীয় রাউন্ডে ২৬টি সরকারি এবং ৯টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় -এর ১৩৫টি উপ-প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে;

- এম এস, এমফিল এবং পিএইচডি পর্যায়ে শিক্ষা ও গবেষণার কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন করা হয়েছে;

- বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের লাইব্রেরি এবং ইউজিসি লাইব্রেরিকে ডিজিটাল পদ্ধতির তথ্যব্যাংক হিসেবে প্রস্তুত করা হয়েছে। যা শিক্ষা ও গবেষণার প্রয়োজনে ব্যবহৃত হচ্ছে;

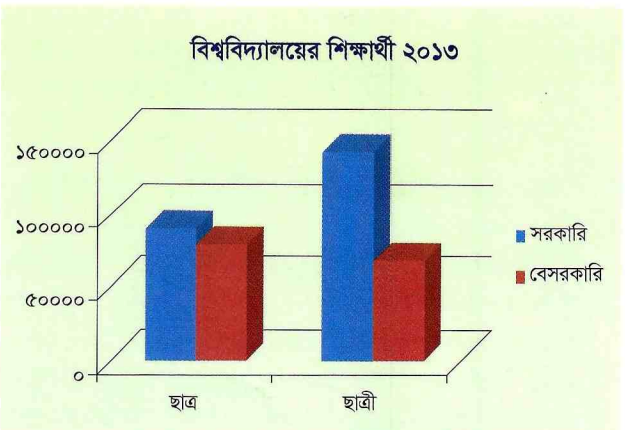

- ২০১৩-১৪ অর্থবছরে Establishment of Quality Assurance (QA) Mechanism-এর নতুন একটি কম্পোনেন্ট সংযুক্ত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করা। এ লক্ষ্যে গুণগত মান নিশ্চিতকরণ কৌশল (Quality Assurance Mechanism) গঠন এবং Quality Assurance & Accreditation Council প্রতিষ্ঠা করা। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি)-র Quality Assurance Unit (QAU)-এর দক্ষতা বৃদ্ধি, গুণগত মানোন্নয়নে সহযোগিতা ও কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করা হচ্ছে;

- কারিগরি শিক্ষায় মানোন্নয়নের জন্য কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে এবং আশা করা যায় যে, প্রকল্প সমূহের কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সম্পন্ন হবে। যা নিম্নরূপ :

- স্কিলস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (জুলাই ২০০৮ - জুন ২০১৫) প্রাক্কলিত ব্যয়- ৪৬০০০.৭০ লক্ষ টাকা;

- স্কিলস এন্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (জুলাই ২০১০ - জুন ২০১৬), প্রাক্কলিত ব্যয়- ৮৪৯৭৫.৬৫ লক্ষ টাকা;

- টিভিইটি রিফরম প্রজেক্ট ইন বাংলাদেশ(জানুয়ারি ২০০৮-ডিসেম্বর ২০১৫) প্রাক্কলিত ব্যয়- ১৩৬০০.০০০ লক্ষ টাকা;

- বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন (জুলাই ২০১০- জুন ২০১৬) প্রাক্কলিত ব্যয়- ৮৮১১.২৯ লক্ষ টাকা;

- ১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন প্রকল্প, (জানুয়ারি ২০১৪ - জুন ২০১৬) প্রাক্কলিত ব্যয়- ৯২৪০৩.০০ লক্ষ টাকা;

- বাংলাদেশ স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট এন্ড প্রোডাকটিভিটি (বি- সেপ) প্রজেক্ট, প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১৪ - ডিসেম্বর ২০১৮), প্রাক্কলিত ব্যয়-১৬১৩৯.০০ লক্ষ টাকা।

- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে ভাষা জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ভাষা আন্দোলন, ভাষা শহিদ, জাতিসংঘে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাংলা ভাষায় প্রদত্ত ভাষণের আলোকচিত্র, ১৯৭১-এর সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের আলোকচিত্র, বাংলা একাডেমিতে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, ইউনেস্কো কর্তৃক একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতির ঘোষণাপত্র, বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক বিবর্তনের চিত্র, বিভিন্ন ভাষার লিপির নিদর্শন, এশিয়ার ৫০টি ও অস্ট্রেলিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় ২০টি এবং ইউরোপীয় মহাদেশের রাষ্ট্রসমূহের মাতৃভাষা পরিস্থিতি ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য জাদুঘরে প্রদর্শনীর জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে;

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট জাদুঘর পরিদর্শন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

- ২০১৩ সনে ০২-২৭ ডিসেম্বর আজারবাইজানের বাকুতে অনুষ্ঠিত Inter Governmental Committee for Intangible Cultural Heritage (ICH) এর ৮ম অধিবেশনে ICH এর প্রতিনিধিত্বমূলক তালিকায় বাংলাদেশের Traditional Art of Jamdani Weaving কে অন্তর্ভুক্ত করা হয় ;

বিশ্বঐতিহ্য বিষয়ক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী অতিথি ও সদস্যবৃন্দ

- U.N.D.P. Special Unit for South-South Cooperation এর সহায়তায় Korea Energy Management Cooperation and Chiangmai YMCA, Thailand এবং K.N.C.U. এর ব্যবস্থাপনায় ২০১১ সন থেকে ২০১৩ সন পর্যন্ত K.N.C.U., U.I.T.R.C.E. প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। ২০১৩ সনে শিমরাইল হাই স্কুল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া; চেতনা উন্নয়ন সংস্থা, ঠাকুরগাঁও; এ প্রকল্পের জন্য মনোনীত হয়। ২০১৪ সালে U.I.T.R.C.E. প্রকল্পটি নতুন আঙ্গিকে UNESCO Bridge Climate Change Education Project নামে শুরু হয় এবং এর অধীনে বাংলাদেশ হতে প্রকল্প আহবান করা হয় এবং ৩টি প্রকল্প আয়োজক সংস্থা কর্তৃক চূড়ান্তভাবে মনোনীত হয়;
- UNESCO Participation Programme ২০১৪-১৫-এ প্রকল্প প্রস্তাব আহ্বানের পর ৫৪টি প্রস্তাবের মধ্যে ৭ টি প্রকল্প চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়েছে;
- UNESCO 2005 Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions এর অধীন সংস্কৃতি সংক্রান্ত প্রকল্প প্রস্তাব আহবান করা হয় । বিএনসিইউ কর্তৃক ৩টি প্রকল্প প্রস্তাব ইউনেস্কো সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হয় ;
- Education for International Understanding (EIU) Best Practices 2014-Award, Wenhui Award for Educational Innovation 2014, ISESCO Prizes for Science and Technology, 2014, UNESCO/ISEDC Fellowships Programme, UNESCO/Korean Fellowships Programme-2014, UNESCO International Literacy Prizes ইত্যাদি পুরস্কারের জন্য প্রার্থিতা আহবান করা হয় ;
- Increasing Capacity Building of NatCom-এর আওতায় Safeguarding 'Jamdani'-Intangible Cultural Heritage from Bangladesh and Promoting a Creative Economy প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

গবেষণা ও প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) দেশের বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিবছর শিক্ষা বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে। এসব গবেষণা প্রতিবেদনে শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা ও প্রতিকারের উপায় তুলে ধরা হয়। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ব্যানবেইসের উদ্যোগে ৪টি গবেষণাকর্ম সম্পন্ন হয়েছে :

(১) Impact and Status of ICT Training for Secondary Teachers;
(২) Traditional and Cultural barriers of Female education in Secondary Schools;
(৩) Academic Supervision and Monitoring in Secondary Schools;
(৪) Present Situation of Science Education in Secondary level.

- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে দেশব্যাপী নৃ-ভাষাবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে শুরু হয়েছে। এতে ভাষা ও নৃবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণায় ০৩জন গবেষণা পরামর্শক ও সাতজন ফেলো মনোনীত হয়েছেন;
- ২০১৩-১৪ অর্থবছরে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)-এ শিক্ষা বিষয়ক ১৫টি গবেষণাকর্ম সম্পন্ন হয়েছে।

প্রশিক্ষণ

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্প, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ ইউনেস্কো কমিশন, বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সারাবছরই বিভিন্ন মেয়াদ ও ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এতে শিক্ষকসহ শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা কর্মচারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকেন।

- উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্প (H.E.Q.E.P.)-এর আওতায় তিনটি রাউন্ডে ৩৯টি প্রমোশনাল ওয়ার্কশপে ২৬৪৭ জন শিক্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩৯ টি বিভাগ হতে প্রায় ৫৯৭০ জন ডেসিমিনেশন ওয়ার্কশপে অংশ নিয়েছেন। এ পর্যন্ত ১১০ টি প্রশিক্ষণ অধিবেশনের মাধ্যমে প্রকল্প প্রস্তাব তৈরি, প্রকল্প মূল্যায়ন, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ই-জিপি, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রায় ৬২০০ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।
- কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকদেরকে বুনিয়াদি ও মাল্টিমিডিয়া প্রশিক্ষণসহ অধিদপ্তরের আওতায় চলমান টিভিইটি রিফর্ম প্রজেক্ট ইন বাংলাদেশ (সমাপ্ত), স্কিলস এন্ড ট্রেনিং এনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট ও স্কিলস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (সমাপ্ত)-এর আওতায় দেশে ২৮,৮৯৪ জন ও বিদেশে ২৭২ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে বিভিন্ন মেয়াদে আর্থিক ও ক্রয় ব্যবস্থাপনা, সি.বি.টি., এম.আর.টি.সি. ট্রেনিং, মাস্টার ট্রেইনার ও অ্যাসেসর ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- কোরিয়ান কোম্পানি L.S. Cable & System Ltd. কর্তৃক ৪(চার)টি ব্যাচে ৩২জন কর্মকর্তাকে কোরিয়াতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে;
- জাতীয় কম্পিউটার ও গবেষণা একাডেমি (নেকটার) পরিচালিত ডিপ্লোমা ইন বিজনেস (ডিআইবিএস) কোর্সে ৩৪৫ জন শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন;
- নেকটার পরিচালিত প্রশিক্ষণে ৬৫৯ জন প্রশিক্ষণার্থী কম্পিউটার বিষয়ে অ্যাডভান্স সার্টিফিকেট কোর্স সম্পন্ন করেছেন;
- সরকারি, বেসরকারি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, স্কুল মাদরাসার ৪১ জন শিক্ষক ও কর্মচারীকে ইন সার্ভিস কম্পিউটার কোর্সে

- স্কুল ও মাদরাসা (এসএসসি- ভোকেশনাল; এইচএসসি-বিএম)-এর ২৬০ জন শিক্ষককে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে;
- ব্যানবেইস-এর আয়োজনে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে আইসিটি বিষয়ক (কম্পিউটার বেসিক ও অফিস প্রোডাকটিভিটি, ওপেন অফিস সফটওয়্যার বেইজড অন লিনাক্স, ARC GIS ,ই-গভর্নেন্স প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট, হার্ডওয়ার মেনটেনেন্স এন্ড ট্রাবল সুটিং) কোর্সে ৭৯২ জন স্কুল, কলেজ ও মাদরাসা শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়;
- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিদেশে উচ্চশিক্ষা লাভে Scholarship-এর আবেদন ও প্রার্থীর মেধাক্রম নির্ধারণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ব্যানবেইস। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ব্যানবেইস ১০ ধরনের বৈদেশিক বৃত্তির জন্য ১৭৭৩ জন প্রার্থীর আবেদন বাছাইয়ের কাজ সম্পন্ন করেছে;
- ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সেকায়েপ প্রকল্পের মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে দূরবর্তী ও পশ্চাৎপদ স্কুলসমূহের ৫৪৫৩ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে;
- ২০১৩-১৪ অর্থবছরে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)-এ রাজস্ব খাতে ৬৪টি ও উন্নয়ন খাতে ৮টি কোর্সে ২৯৪৬ জন শিক্ষক ও কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

১৩৮তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

- টি.কিউ.আই.-২ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১৯১৩৮ জন শিক্ষককে ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন ও আই.সি.টি. বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

দলীয় কাজে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

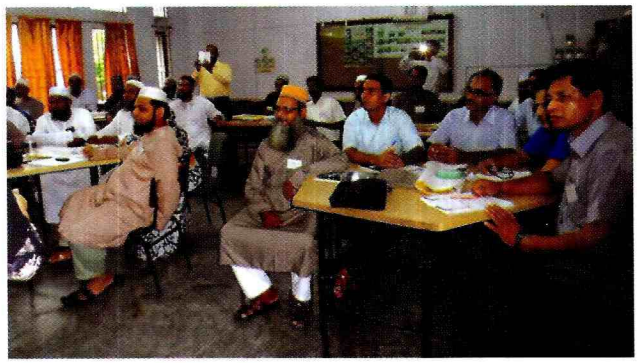

অধিবেশনে মনযোগী প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

- মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর আইসিটি প্রকল্পের মাধ্যমে ২০৫০০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে;
- শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা এবং আধুনিক ও যুগোপযোগী কলা-কৌশলভিত্তিক পাঠদান পদ্ধতি প্রয়োগে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিএমটিটিআই) বিভিন্ন পর্যায়ের মাদরাসা শিক্ষকদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

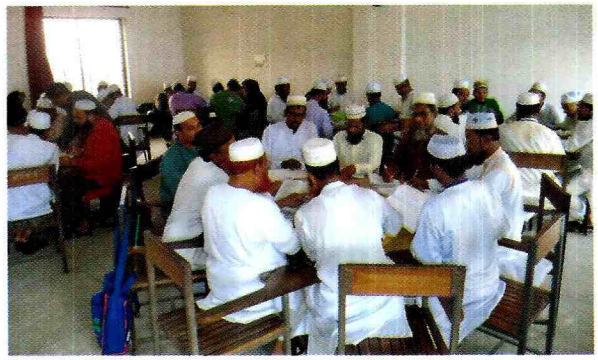

প্রশিক্ষণে দলীয় কাজ

- ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে দাখিল স্তরের মাদরাসা শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক (আরবি, ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞান) ৪ সপ্তাহব্যাপী কোর্সে ১০৪০ জন, সিনিয়র মাদরাসার অধ্যক্ষদের জন্য পরিচালিত ৩ সপ্তাহব্যাপী কোর্সে ১৬০জন, দাখিল পর্যায়ের সুপারইনটেনডেন্টদের জন্য পরিচালিত ৪ সপ্তাহব্যাপী কোর্সে ২১৬ জন, সিনিয়র প্রভাষকদের জন্য পরিচালিত ইংরেজি বিষয়ে ৪সপ্তাহব্যাপী কোর্সে ৭৯ জন, আরবি বিষয়ে ২৫৪ জন, জীববিজ্ঞান বিষয়ে ৭৮ জন, গণিত বিষয়ে ১৩৪ জন, ইবতেদায়ি স্তরের প্রতিষ্ঠান প্রধানদের জন্য শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ২ সপ্তাহব্যাপী কোর্সে ২২০ জনসহ মোট ২১৮১ জন মাদরাসা শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন

- '৩১০টি উপজেলা সদরে নির্বাচিত বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহকে মডেল স্কুলে রূপান্তর' প্রকল্পভুক্ত ৩১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২৯১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৯৩টি শতভাগ, ১৯৮টি চলমান, ১৯টি প্রক্রিয়াধীন এবং প্রকল্পের বাস্তব গড় অগ্রগতি ৬০ শতাংশ। ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ২০৬৫১.৬৭ লক্ষ টাকা;

কাপাসিয়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় (৩১০ মডেল স্কুল)

- 'সেকেন্ডারি অ্যাডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট-এর আওতায় মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মডেল মাদরাসায় শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ ও আসবাবপত্র সরবরাহ এবং নতুন বিদ্যালয় স্থাপন' প্রকল্পের ৩৭৮টি (২০টি বিদ্যালয় সংস্কার, ২৫০টি বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ, ৬৬টি নতুন বিদ্যালয় স্থাপন, ৩৫টি মডেল মাদরাসায় নতুন ভবন, ২টি আঞ্চলিক অফিস নির্মাণ, ৩টি জেলা শিক্ষা অফিস নির্মাণ)-র মধ্যে ৩৭৬টি ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১৯৫৬৯.৮৮ লক্ষ টাকা;
- সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এস.ই.এস.ডি.পি.) এর আওতায় ৩৩টি মডেল মাদরাসা, ৬৩ টি অনগ্রসর এলাকায় মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

  এ প্রকল্পের আওতায় ৩টি সরকারি কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম ২০১৪ সনের জুলাই মাস থেকে চালু হয়েছে;

অনগ্রসর এলাকায় প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় ছাতক, সুনামগঞ্জ

- 'ঢাকা মহানগরীতে ১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৬টি মহাবিদ্যালয় (সরকারি) নির্মাণ' প্রকল্পের ১৭টি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬টি সমাপ্ত, ৯টি চলমান আছে। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫০৮৫.০১ লক্ষ টাকা এবং গড় অগ্রগতি ৬৬ শতাংশ;

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণখান,ঢাকা

- 'শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজ সমূহের উন্নয়ন' প্রকল্পটির ৭০টি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কলেজসমূহে মোট ৫৮টি একাডেমিক-কাম-পরীক্ষা কেন্দ্র, ১৩টি ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাস, ১টি বিজ্ঞান ভবন এবং ২৬টি

উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজের বিপরীতে মোট ২৬১৯৬.৭১ লক্ষ টাকার কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ২০টির উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, ১১টি একাডেমিক-কাম-পরীক্ষা কেন্দ্র, ২টি ছাত্রীনিবাস, ১টি বিজ্ঞান ভবন, ১টি প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে, চলমান রয়েছে ৫০টি এবং প্রক্রিয়াধীন ৮টি। গৃহীত কার্যক্রমের বাস্তব অগ্রগতি ৮০ শতাংশ এবং ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১৬৭৫৮.৮৮ লক্ষ টাকা;

একাডেমিক কাম-পরীক্ষা হল, রংপুর কারমাইকেল কলেজ, রংপুর

- 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজ সমূহের উন্নয়ন' প্রকল্পে ১৫০০টি প্রতিষ্ঠানে চার/পাঁচ/আটতলা ভিত বিশিষ্ট দ্বিতল একাডেমিক ভবন (৬টি শ্রেণিকক্ষ, টয়লেট ব্লক ও সিঁড়িঘর) নির্মাণের লক্ষে ১ম পর্যায়ে ৬৩০টি কলেজের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এতে এডিপি বরাদ্দ ১৮০০.০০ লক্ষ টাকা। বর্ণিত প্রকল্পের ব্যয়িত অর্থ ৯৯৮২.৩০ লক্ষ টাকা এবং গৃহীত কার্যক্রমের গড় অগ্রগতি ৬৮.০৪ শতাংশ।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরাধীন প্রকল্প

- 'নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন' প্রকল্পে ৩০০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২৬৮০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একাডেমিক ভবন নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ ৪০০০০.০০ লক্ষ টাকা। শতভাগ সমাপ্ত হয়েছে ১০৬২টি, চলমান ১৬১৮টি, প্রক্রিয়াধীন আছে ২৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়িত অর্থ ৭৪৮৪৫.৫৮ লক্ষ টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৫৫ শতাংশ;

- বাংলাদেশ গার্ল গাইডস এসোসিয়েশনের গাইড হাউস এবং 'কালিয়াকৈরের বাড়ৈপাড়াস্থ গার্ল গাইডস ক্যাম্পের উন্নয়ন' প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান আছে। গৃহীত কার্যক্রমের গড় অগ্রগতি ৪০ শতাংশ;

- 'মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজ, লালমাটিয়া মহিলা কলেজ ও আগারগাঁও তালতলা সরকারি কলোনি উচ্চ বিদ্যালয়ের উন্নয়ন' প্রকল্পটির ডিপিপি মূল্য ২৭৬১.৯২ লক্ষ টাকা। প্রকল্পভুক্ত ৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্মাণ কাজ চলমান। প্রকল্পের ব্যয়িত অর্থ ৭০০.০০ লক্ষ টাকা এবং গৃহীত কার্যক্রমের গড় অগ্রগতি ৫০ শতাংশ;

- 'বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন' প্রকল্পটির ৬টি অঙ্গের নির্মাণ কাজ চলমান। গৃহীত কার্যক্রমের গড় অগ্রগতি ৪০ শতাংশ এবং ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৯৪০.৭৫ লক্ষ টাকা;

- 'নির্বাচিত বেসরকারি মাদরাসাসমূহে একাডেমিক ভবন নির্মাণ' প্রকল্পভুক্ত ১০০০টি প্রতিষ্ঠানে চারতলা ভিতবিশিষ্ট একতলা একাডেমিক ভবন (৩টি শ্রেণিকক্ষ, টয়লেট ব্লক ও সিঁড়িঘর) নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে সমাপ্ত হয়েছে ৩০৫টি, চলমান ৫৭০টি এবং প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ১১০টি। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২২৪৩৩.৫৬ লক্ষ টাকা এবং অগ্রগতি ৭০ শতাংশ;

নির্বাচিত মাদরাসার নবনির্মিত একাডেমিক ভবন, রাধাগঞ্জ মাদরাসা, গোপালগঞ্জ

- 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ' স্থাপন প্রকল্পটির ডিপিপি মূল্য ১০০০.০০ লক্ষ টাকা (পূর্ত-৮৩৩৯.৭০ লক্ষ টাকা)। ১টি প্রশাসনিক ভবন, ২টি ছাত্র হল, ১টি ছাত্রী হল, উপাচার্যের বাসভবন, লাইব্রেরি ভবন, ২টি শিক্ষক ও অফিসার্স ডরমিটরি ভবন, ৩য় শ্রেণির স্টাফ কোয়ার্টার, ৪র্থ শ্রেণির স্টাফ কোয়ার্টার, কেন্দ্রীয় মসজিদ, সেন্ট্রাল ক্যাফেটেরিয়া, বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র ও পাম্প হাউজ, ট্রান্সফর্মার স্থাপন, সীমানা প্রাচীর, অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও গভীর নলকূপ স্থাপনসহ ১৬টি অঙ্গের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৬টি সমাপ্ত হয়েছে এবং ১০টি চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৭১৪৪.৩০ লক্ষ টাকা এবং অগ্রগতি ৯১ শতাংশ;

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ

- 'পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপন প্রকল্পটির ২টি একাডেমিক ভবন, ১টি ছাত্রী হল, ২টি প্রশাসনিক ভবন, ২টি ছাত্র হল, উপাচার্যের বাসভবন, লাইব্রেরি ভবন, ২টি শিক্ষক ও অফিসার্স ডরমিটরি ভবন, কেন্দ্রীয় মসজিদ, সেন্ট্রাল ক্যাফেটেরিয়া, বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র ও পাম্প হাউজ, সীমানা প্রাচীর, অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও গভীর নলকূপ ও ট্রান্সফর্মার স্থাপন সহ মোট ১৪টি অঙ্গের কাজ চলমান। তন্মধ্যে ২টি সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৫৫০০.০০ লক্ষ টাকা এবং অগ্রগতি ৯০ শতাংশ;

নবনির্মিত একাডেমিক ভবন, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

- 'বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর' স্থাপন প্রকল্পটির ১টি প্রশাসনিক ভবন, ৪টি একাডেমিক ভবন, ২টি ছাত্র হল, ১টি ছাত্রী হল, উপাচার্যের অফিস-কাম-বাসভবন, লাইব্রেরি ভবন, ২টি অফিসার্স ডরমিটরি, ২টি শিক্ষক ডরমিটরি, লাইব্রেরি ভবন, কেন্দ্রীয় মসজিদ, সেন্ট্রাল ক্যাফেটেরিয়া, সীমানা প্রাচীর, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র, পাম্প হাউজ, গভীর নলকূপ ও অভ্যন্তরীণ সারফেস ড্রেন নির্মাণসহ মোট ২০টি অঙ্গের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১৫টি সমাপ্ত হয়েছে এবং ৫টি চলমান রয়েছে। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৮০৪৬.৫২ লক্ষ টাকা এবং গড় অগ্রগতি ৯৭ শতাংশ;

- 'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় উন্নয়ন' প্রকল্পটির নির্মাণ কাজের ডিপিপি মূল্য ৯৭৩৩.৫১ লক্ষ টাকা। প্রকল্পভুক্ত ৩টি অঙ্গের মধ্যে ১টি ৯০ শতাংশ, ১টি ৮০ শতাংশ অগ্রগতি হয়েছে। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২০০.০০ লক্ষ টাকা;

- 'বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপন প্রকল্পটির নির্মাণ কাজের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৩৭১২.০০ লক্ষ টাকা এবং অগ্রগতি ৪২ শতাংশ;

- 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট' স্থাপন প্রকল্পে (২য় পর্যায়) ১২ তলা ভিত বিশিষ্ট বিদ্যমান ৩ তলা ভবনের (৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত) উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, স্যানিটারি ও পানি সরবরাহ, ইলেকট্রো মেকানিক্যাল কাজ, ইন্টেরিওর ডেকোরেশন (নিচতলা থেকে ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত), অডিটোরিয়াম (সেমিনার হল) ডেকোরেশন এবং গেটসহ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ চলমান আছে। এছাড়াও ৪র্থ তলায় আন্তর্জাতিক কনফারেন্স সেন্টার, রেস্ট হাউস, স্টাফদের অফিস, ৫ম তলায় গ্রন্থাগার, ভাষাল্যাব, গবেষণা সেল, শিক্ষক কক্ষ, শ্রেণি কক্ষ, কম্পিউটার ল্যাব এবং ৬ষ্ঠ তলায় পরামর্শক ও অন্যান্য দপ্তরের অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জাসহ (ডেকোরেশন) নির্মাণ কাজ অব্যাহত রয়েছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৫৪৭৭.০০ লক্ষ টাকা;

- 'নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে একাডেমিক ভবন নির্মাণ' প্রকল্পে ২১৩৪টি বিদ্যালয়ে তিনতলা ভিতবিশিষ্ট একতলা একাডেমিক ভবন নির্মাণসহ পয়ঃপ্রণালি, পানি সরবরাহ ও বিদ্যুতায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। তন্মধ্যে ২১৩১টি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৮৪৯৩০.০০ লক্ষ টাকা;

- 'শেখ হাসিনা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ উন্নয়ন (সংশোধিত)' প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হয়েছে;

- 'বাংলাদেশের নির্বাচিত মাদরাসা শিক্ষার পরিবেশ উন্নীতকরণ (৯৫টি মাদরাসা)' প্রকল্পটির ডিপিপি মূল্য ১০০৮৭.৩৬ লক্ষ টাকা। প্রকল্পভুক্ত ৯৫টি মাদরাসায় ৪তলা ভিত বিশিষ্ট একতলা একাডেমিক ভবন নির্মাণসহ কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া ও আসবাবপত্র সরবরাহের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;

- 'পাইকগাছা কৃষি কলেজ, খুলনা' স্থাপন প্রকল্পটির ডিপিপি মূল্য ৪৫৩৬.১৪ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ হয়েছে। জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;

- 'সখীপুর আবাসিক মহিলা কলেজের ৫০০ আসন বিশিষ্ট বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা ছাত্রীনিবাস নির্মাণ, সখীপুর, টাঙ্গাইল' প্রকল্পটির ডিপিপি মূল্য ২২০২.০২ লক্ষ টাকা। প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে;

- মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নে ১২৬৬ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৭৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০০০ মাদরাসায় বহুতল ভবন নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ১০১ কোটি টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশের নির্বাচিত মাদরাসাসমূহের শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে ৯৫টি মাদরাসায় শিক্ষার উন্নত পরিবেশ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন, শ্রেণিকক্ষ আধুনিকায়ন, কম্পিউটার ল্যাব স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

আলোচনা সভা, কমশালা ও সোমনার

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর অধীন অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহে ১৪ ডিসেম্বর শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস, ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস, ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস, ২১ ফেব্রুয়ারি মহান শহিদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম দিন ও জাতীয় শিশু দিবস, ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত ও জাতীয় শোক দিবস, ১লা বৈশাখ নববর্ষসহ বিভিন্ন জাতীয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হয়। জাতীয় দিবস পালনে আলোচনা সভা, সেমিনার, সমাবেশ, র‍্যালি, শিশুদের চিত্রাংকন ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

- ১৫ আগস্ট ২০১৪ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ সোহরাব হোসাইন। প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.। বিশেষ অতিথি ছিলেন শিক্ষা সচিব ড. মোহাম্মদ সাদিক এবং আলোচক ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব এ এস মাহমুদ ও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর ফাহিমা খাতুন।

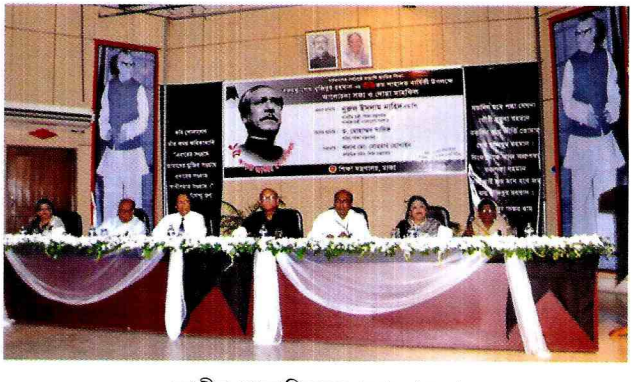

জাতীয় শোক দিবসে আলোচনা সভা

- যথাযথ মর্যাদায় অমর একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপিত হয় । এ উপলক্ষে আয়োজিত তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার শুভ উদ্বোধন করেন ইনস্টিটিউটের মুখ্য পৃষ্ঠপোষক ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, এম.পি.-র সভাপতিত্বে উদ্বোধনী এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি, মন্ত্রিসভার মাননীয় মন্ত্রী ও উপদেষ্টাবৃন্দ, জাতীয় সংসদের মাননীয় সদস্যবৃন্দ, কূটনীতিকবৃন্দ, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণ, সুশীলসমাজের প্রতিনিধি ও সংস্কৃতি কর্মী;

২০১৪ সনের ২১ ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

- ২০১৪ সনের ২২-২৪ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে ভাষা বিষয়ক সেমিনার, ভাষামেলা, বিভিন্ন মাতৃভাষার কবিতা পাঠ ইত্যাদি আয়োজন করা হয়। সেমিনারে সাম্প্রতিক বাংলা নাটকে প্রমিত বাংলা ভাষার চর্চা; চট্টগ্রামের উপভাষার ধ্বনিতত্ত্ব; মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্য ইংরেজি ব্যাকরণ এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্য বাংলা ব্যাকরণ বিষয়ক প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়;

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি : সংরক্ষণ ও বিকাশ শীর্ষক কর্মশালা

- জাতিসংঘ কর্তৃক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা: গুরুত্ব ও করণীয় এবং একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতির অন্যতম সংগঠক বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম রফিকুল ইসলাম স্মরণে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়;
- যথাযোগ্য মর্যাদায় ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাউশি, নায়েম, এনসিটিবিসহ সকল দপ্তরের উদ্যোগে পালিত হয় মহান বিজয় দিবস;

শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত মহান বিজয় দিবস ২০১৩

- শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন শিক্ষাখাতে উচ্চতর গবেষণা সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সমাপ্ত গবেষণা কার্যক্রমের ওপর ৬টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং স্টিয়ারিং ও প্রাথমিক বাছাই কমিটির সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন;
- জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) এ ২০১৪ সনের ২ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয় শিক্ষা আইন চূড়ান্তকরণ কর্মশালা;

শিক্ষা আইন বিষয়ক কর্মশালায় মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এসএসসি ও এইচএসসি (ভোক) শিক্ষাক্রম পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে ওয়েবসাইট চালুকরণের লক্ষে ২০১৩ সনের ৩০ সেপ্টেম্বর ও ৩১অক্টোবর ওয়েবসাইট চালুকরণ বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা হয়;
- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৪ উপলক্ষে ২৩ জুন 'কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ ও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা : সমস্যা ও সম্ভাবনা' বিষয়ক এক সেমিনারের আয়োজন করে;
- 'কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৪' উপলক্ষে Orientation of TVET towards the world and the acquisition of employable skills সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। শিল্প কারখানা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক উন্নয়ন বিষয়ে মত বিনিময় করা হয় এবং জনগণকে টিভিইটি কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করা হয়;
- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে ২০১৪ সনের ২০ জুন র‍্যালির আয়োজন করা হয়। উক্ত র‍্যালির প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল– একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা;
- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ২০১৪ সনের ২ এপ্রিল জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামোর আওতায় জাতীয় দক্ষতা সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে;

দক্ষতা সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ, এম.পি. ও আই.এল.ও. কান্ট্রি ডিরেক্টর শ্রীনিবাস বি রেড্ডি

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৪ এর আইডিইবি মিলনায়তনে স্কিলস্ কম্পিটিশন, ইনোভেটিভ এক্সপো পরিদর্শন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

- ২০১৩ সনের নভেম্বর মাসে ইউনেস্কো সাধারণ সভার ৩৭তম অধিবেশনে বাংলাদেশ পুনরায় ইউনেস্কো নির্বাহী বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হয়। সাবেক শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী নির্বাহী বোর্ডে বাংলাদেশের প্রতিনিধি মনোনীত হন;
- আইসেস্কোর সহযোগিতায় ২০১৩ সনের ১৪-১৭ জুলাই বিএনসিইউতে Regional Meeting on Successful Experiences and Best Practices in Literacy and Non-Formal Education সভা অনুষ্ঠিত হয় । বাংলাদেশসহ চারটি দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের ১৪ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন । উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় কর্মকর্তাদের দক্ষতা বাড়াতে ও এ শিক্ষার বিকাশে উপযোগী কৌশলসমূহ নিয়ে আলোকপাত করা হয় এবং বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা বিনিময় হয় ;
- আইসেস্কোর সহযোগিতায় ২০১৪ সনের ১৭ থেকে ১৯ জুন তারিখে National Training Workshop on the Role of Culture in Promoting Peace and Solidarity বিষয়ে তিনদিনব্যাপী জাতীয় প্রশিক্ষণ কর্মশালা বিএনসিইউতে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ থেকে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের ২৫ জন কর্মকর্তা এতে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন মাননীয় মন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি., মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর এম.পি., সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়; আইসেস্কো প্রতিনিধি জনাব আব্বাস সাদরি এবং ড. মোহাম্মদ সাদিক, সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়;
- UNESCO Participation Programme ২০১২-১৩- এর কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হয়; এ প্রোগ্রামের আওতায় Documentation on Terracotta Temples of Bangladesh-সংক্রান্ত সেমিনার ২০১৪ সনের ১১ ফেব্রুয়ারি ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনে অনুষ্ঠিত হয়।
- বাংলাদেশের ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলোকে World Heritage Site এ তালিকাভুক্ত করার লক্ষ্যে মনোনয়ন সংক্রান্ত ফাইল তৈরিতে কোরিয়ান ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের বিশেষজ্ঞগণের সহযোগিতায় বিএনসিইউতে প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় ।

- বিএনসিইউ ও ইউনেস্কো ঢাকা অফিস এবং সেভ দ্য চিলড্রেন-এর যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের সম্মেলন কক্ষে ২০১৪ সনের ১ জুন Launching Ceremony of EFA Global Monitoring Report শীর্ষক সভা অনুষ্ঠিত হয়;
- মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ২০১৪ সনের ১৮ মার্চ 'স্বাধীনতা ও শুদ্ধাচার' বিষয়ে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সভাকক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয় (কারিগরি ও মাদরাসা)-এর অতিরিক্ত সচিব জনাব মো. বজলুর রহমান;
- বাংলাদেশ কারগরি শিক্ষাবোর্ড চত্বরে ১ বৈশাখ ১৪২১ বঙ্গাব্দ নববর্ষ উদযাপিত হয়। এ উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়;
- ২০১৪ সনের ২-১৫ এপ্রিল ইউনেস্কোর নির্বাহী বোর্ডের ১৯৪তম সভায় বাংলাদেশের মনোনীত প্রতিনিধি সিনিয়র সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল যোগদান করে।

আইন, বিধি, আইনের সংশোধনী ও পরিপত্র

- জে.এস.সি. ও জে.ডি.সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে নীতিমালা ২০১৪ জারি করা হয়েছে;
- ইবতেদায়ি শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে বৃত্তি নীতিমালা ২০১৪ জারি করা হয়েছে;
- শিক্ষার জন্য সমন্বিত শিক্ষা আইন প্রণয়ন এবং সাধারণ শিক্ষার সাথে সমগুরুত্ব দিয়ে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড স্থান নির্ধারণের প্রক্রিয়া হিসেবে শিক্ষা আইনের খসড়া প্রণীত হয়েছে;
- বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো(কর্মকর্তা-কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা ২০১৪ প্রণয়ন করা হয়েছে;

জনবল কাঠামো নির্দেশিকা ও এমপিও নীতিমালা

- ২০১০ এ প্রণীত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, মাদ্‌রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ)-এর শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদির অংশ প্রদান এবং জনবলকাঠামো সম্পর্কিত নির্দেশিকা মার্চ ২০১৩ এর সংশোধন করা হয়েছে;
- ২০১৩ সনে বেসরকারি সংগীত ও চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের জনবল কাঠামো সংশোধন করা হয়েছে;
- এম.পি.ও. নীতিমালা সংশোধন ও ২০১৩ সনের ১২ডিসেম্বর শিক্ষামন্ত্রণালয় জারিকৃত সর্বশেষ সংশোধনকৃত জনবলকাঠামোতে কামিল স্তরের ১৪৫টি মাদ্‌রাসা শিক্ষকদের এম.পি.ও.ভুক্তিকরণের জটিলতার অবসান হয়েছে । এ ছাড়াও শিক্ষা প্রশাসনে গতিশীলতা, স্বচ্ছতা আনয়নে নিম্নলিখিত বিধি ও নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে;
- উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগবিধি প্রণয়ন ;
- সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের নিয়োগ বিধিমালা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন;
- শিক্ষা ক্যাডার কম্পোজিশন রুলস এর পরিবর্তন;
- M.P.O. নীতিমালাকে বিধিতে রূপান্তর;
- S.M.C. বিধিমালা পরিবর্তন;

  উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন বদলি নীতিমালা পরিবর্তন;
- জাতীয়করণকৃত প্রতিষ্ঠানের জন্য স্বতন্ত্র ধারা ও বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

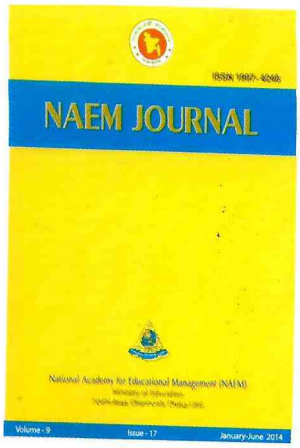

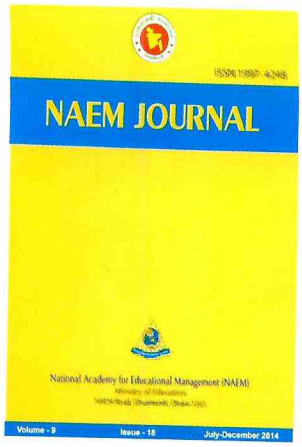

নায়েম প্রকাশনা

- জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি(নায়েম) প্রশিক্ষণ, গবেষণা, সেমিনার, কর্মশালা, আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, জাতীয় দিবস পালনসহ অভ্যন্তরীণ কার্যাবলির বিবরণ সম্বলিত ত্রৈমাসিক নিউজলেটার ও গবেষণা জার্নাল প্রকাশ করে থাকে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৪টি নিউজলেটার ও ২টি গবেষণা জার্নাল প্রকাশিত হয়েছে।
- প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর উদ্যোগে নারীশিক্ষা ও সচেতনতা বিষয়ে ২০ (বিশ) হাজার পোস্টার ছাপানো ও বিতরণ করা হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয় অধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্ব স্ব উদ্যোগে জাতীয় দিবস ও কার্যক্রমের অংশ হিসেবে, তথ্য উপস্থাপনে, সৃজনশীলতার প্রণোদনায় জার্নাল, নিউজলেটার, স্মারক, সাময়িকী ও প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) প্রকাশিত শিক্ষা বিষয়ক প্রতিবেদন, নায়েম, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রকাশনা আন্তর্জাতিক পরিসরে সমাদৃত হয়েছে।

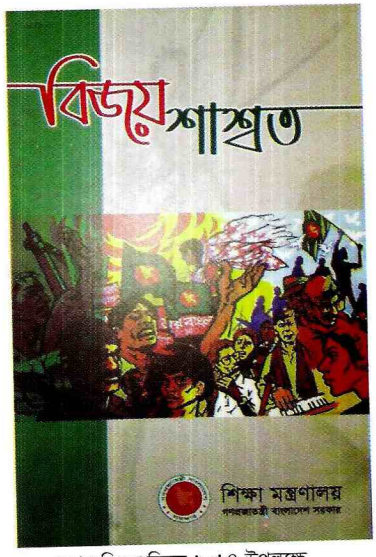

মহান বিজয় দিবস ২০১৪ উপলক্ষে
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রকাশনা বিজয় শাশ্বত

- ব্যানবেইস প্রতিবছর জাতীয় শিক্ষা জরিপ এবং শিক্ষাসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে বিশ্লেষণধর্মী ও গবেষণামূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। ব্যানবেইস-এর কয়েকটি প্রকাশনা উল্লেখ করা হলো :

(1) Bangladesh Education Statistics 2012. (2) Present Situation of Assessment System in Secondary School (3) Research Study on Cross-border Higher Education in Bangladesh (4) Assessing the Education Status of Ethnic Communities (5) Assessing the E-learning Initiatives in Secondary Education.

ব্যানবেইস প্রকাশনা

- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ভাষা সমীক্ষা ও সেমিনার আয়োজনের সংগে প্রকাশনায় গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে প্রকাশিত গবেষণামূলক গ্রন্থ হলো : ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষাপরিচিতি : মৌলভীবাজার জেলা, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট পরিচিতি (ব্রসিওর)। এছাড়াও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের নিয়মিত ত্রৈমাসিক নিউজলেটার প্রকাশনা ও 'মাতৃভাষা বার্তা' প্রকাশিত হচ্ছে। বাংলা ও ইংরেজি গবেষণা জার্নাল প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;

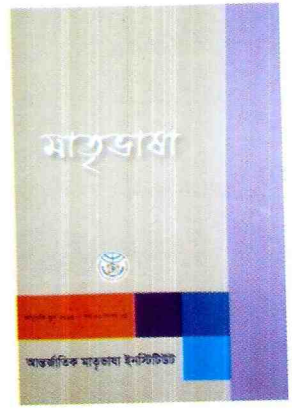

- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ভবনের দোতলায় স্যুভেনির শপ চালু করা হয়েছে । প্রাথমিক পর্যায়ে ইনস্টিটিউটের লোগো ব্যবহার করে টুপি, চাবির রিং, টাই, টাই ক্লিপ, বিভিন্ন ভাষার পোস্টকার্ড, মগ, টি-শার্টসহ কিছু সাধারণ সামগ্রী বিক্রয়ের জন্য রাখা হয়েছে ;

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার